পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 272 Tuesday, 2 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭২ সংখ্যা ❋ ১৬ ভাদ্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সেনাকে এভাবে ব্যবহার করলে, সংবিধান কোথায় থাকবে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব রয়েছে পুলিশের হাতে। তাই মঞ্চ নিয়ে সমস্যা থাকলে পুলিশকে জানাতে হত। মেয়ো রোডে গিয়ে একথাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। অভিযোগ, সোমবার দুপুরে, কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ সেনা আধিকারিকরা তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ ভেঙে দেন। এরপরই সরব হয় তৃণমূল, মেয়ো রোডে ছুটে যান মমতা। দেশ জুড়ে ভাষা সন্ত্রাস চলছে, এমন অভিযোগ তুলে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ও রবিবার করে চলছিল সেই প্রতিবাদ কর্মসূচি। সেই মঞ্চই সেনা ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ। সেনাবাহিনীর দাবি, তৃণমূল যে সময়ের জন্য এই মঞ্চের অনুমতি নিয়েছিল, তা উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সপ্তাহের বাকি

দিনগুলিতে এই প্যান্ডেল রাখা নিয়েও আপত্তি রয়েছে সেনার। সেনার উদ্দেশে মমতা বলেন, ''আমাকে জানালেন না কেন? আমাকে একটা ফোন করলেই তো বলে দিতাম।'' সেনাবাহিনীকে বিজেপি ব্যবহার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আর্মিই শুধু বাকি ছিল। আর্মিকেও যদি মিস ইউজ করে, তাহলে সিকিউরিটি কোথায় থাকবে? একটা এজেন্সির নাম বলুন যারা নিরপেক্ষ? এরা সবাই বিজেপি পক্ষ।'' মমতা আরও বলেন, ''আমি সেনাকে সম্মান করি, কিন্তু এই কাজ সেনাকে দিয়ে বিজেপি করেছে।'' ঘটনার পরই মঞ্চে ছুটে যান মমতা। তিনি বলেন, ''আমি যখন আসছিলাম, তখন আমাকে দেখে প্রায় ২০০ সেনা ছুটে পালাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা তো আমার বন্ধু। পালাচ্ছ কেন?'' সেনাবাহিনীর দিকে কোনও ভাবে দায় চাপাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রোগ্রামের জন্য ২০ হাজার টাকা জমাও করেছে তৃণমূল। কোনও প্রোগ্রামও ছিল না অন্যদের। তাই মঞ্চ করা হয়েছে। মমতা বলেন, ''অনুমতি ছাড়া ২১ জুলাইও করিনা। গান্ধীমূর্তির পাদদেশেও করতে দেবে না? রেড রোডেও অনুমতি দেবে না নাকি?'' মমতার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবাদের মঞ্চ সরিয়ে দিতে চাইছে। এটা বিজেপি পার্টি করেছে। সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ থাকা উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, মেয়ো রোড থেকে সরিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হবে রানি রাসমণি রোডে। সে ব্যাপারে অনুমতিও নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ''বিজেপির অনুমতি নিয়ে আমি কোনও কর্মসূচি করব না। আমার অনেক জায়গা আছে।''

ফের পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি, হতাশ সরকারি কর্মচারীরা

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ আশঙ্কায় সত্যি হল। ফের পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। সোমবার দুপুর দু'টোর পর সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে অতীতের মতো এদিনও ফের মামলা পিছিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত সূত্রের খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে ৮ সেপ্টেম্বর। সেক্ষেত্রে দুর্গাপুজোর আগে ডিএ মামলার নিষ্পত্তির আর কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না সরকারি কর্মচারীরা। এর আগে ২৬ আগস্ট এবং ১২ আগস্ট মামলার শুনানি থাকলেও তা হয়নি। বারবার মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ সরকারি কর্মচারীরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী পরিষদের রাজ্য সভাপতি দেবাশিস শীল বলেন, ''এই নিয়ে ২৫ বার! ফের ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল। আমাদের মনে হচ্ছে, আদালত চাইছে না দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। তাই বোধহয় বারবার ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'' ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মীদের অধিকার। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে রাজ্যকে। সেই রায় চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হয়নি। উল্টে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছিল, অন্তত ২৫ শতাংশ বকেয়া মেটাতেই হবে রাজ্যকে। সেই সময়সীমাও ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে কর্মীদের ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা দুই-ই বাড়ছে। রাজ্য সরকারের দাবি, বকেয়া ডিএর অঙ্ক নির্ধারণে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কত টাকা আদতে প্রাপ্য, তার হিসেব কষতে আরও সময় দরকার। আদালতে সেই যুক্তি পেশ করেছে নবান্ন। কিন্তু শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন স্পষ্ট-রাজ্যের বাইরে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীরা যদি কেন্দ্রীয় হারে ডিএ পান, তবে বাংলার কর্মীরা কেন বঞ্চিত? এই সওয়াল-জবাবের মধ্যেই সোমবার ফের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীরা।

'হাইড্রোজেন বোমা পড়বে, মোদিও মুখ দেখাতে পারবেন না'

পাটনা, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে ফের কেন্দ্রে থাকা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার পাটনায় শেষ হল 'ইন্ডি' জোটের 'ভোট অধিকারের যাত্রা'। সেখানেই বিজেপিকে তোপ দেগে রাহুল বলেন, ''যা আসছে সেটা পরমাণু বোমার থেকেও ভয়ঙ্কর-একটা হাইড্রোজেন বোমা। খুব শিগগিরই ভোট চুরির সত্যিটা সামনে আসবে।'' রাহুলের কথায়, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন মিলে পরিকল্পিতভাবে ভোটার তালিকায় জালিয়াতি করেছে। কখনও আসল ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও নকল বা মৃত ভোটার যোগ হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, ''আমি যে 'ভোট চোর, গদ্দি ছোড়' স্লোগান তুলেছি, আজ সেটা চিন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।'' একই সঙ্গে রাহুল এও দাবি করেছেন, নতুন যে তথ্য সামনে তিনি আনবেন সেটা দেখার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর মুখ দেখানোর জায়গাও থাকবে না। অন্যদিকে বিজেপি পাল্টা আক্রমণ করেছে কংগ্রেসকে। পাটনা সাহিবের সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ প্রশ্ন তোলেন, ''এত বড় বড় কথা বলছেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে হলফনামা চেয়েছিল সেটা দিচ্ছেন না কেন? যদি সত্যিই তথ্য থাকে, তবে আদালতের ভয় কিসের?'' তিনি রাহুলকে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের অভিযোগও তোলেন। কংগ্রেস অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোট কারচুপি প্রমাণ করার মতো তথ্য তাদের হাতে রয়েছে। বিশেষত বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল ও বিহারের একাধিক কেন্দ্রে ভোটার তালিকা নিয়ে অনিয়মের দিকেই তারা আঙুল তুলছে।

রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ১৮০৬ জন 'দাগি' নাম প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এবার রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি দাবি জানাল, 'দাগি'র বাদে বাকি চাকরিহারাদের পুনর্বহালের জন্য পদক্ষেপ করুক রাজ্য সরকার। এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি লিখলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এই নিয়ে প্রস্তাব আনার জন্য অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তিনি জানান, স্পিকার ওই

প্রস্তাব আনলে বিজেপি সমর্থন জানাবে। এদিন মুখ্যসচিবকে চিঠিতে শুভেন্দু লিখেছেন, যোগ্য চাকরিহারাদের তিনটি সংগঠন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। যোগ্য শিক্ষকদের কাজে পুনর্বহাল নিয়ে ওই চাকরিহারারা নিজেদের মতামত রেখেছেন। এরপরই চিঠিতে শুভেন্দু লেখেন, 'স্কুল সার্ভিস কমিশন ১৮০৬ জন দাগি শিক্ষকের নাম প্রকাশ করেছে। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি, বাকি শিক্ষকরা যোগ্য এবং তাঁদের পুনর্বহাল করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটি প্রস্তাব রাখা হোক। ১৮০৬ জন দাগি বাদে যোগ্য শিক্ষকদের যাতে তাঁদের আগের পদে পুনর্বহাল করা হয়, সেই প্রস্তাব দেওয়া হোক।' রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে তাঁরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে শুভেন্দু জানান। শুভেন্দু যেমন মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন, তেমনই এদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে লাগাতার নিশানা করলেও যোগ্য চাকরিহারাদের পুনর্বহালের ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে শঙ্কর ঘোষ লিখেছেন, দাগি শিক্ষকদের বাদ দিয়ে বাকি শিক্ষকদের পুনর্বহালের জন্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনুন অধ্যক্ষ। সেই প্রস্তাবকে তাঁরা সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন বলে বিজেপি বিধায়ক চিঠিতে লিখেছেন। এখন দেখার, বিজেপির এই দুটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ও অধ্যক্ষ কী পদক্ষেপ করেন।

দাগি-তালিকায় এত কম নাম কেন? ঠিক ২ দিনের মাথায় সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে এসএসসি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি-র দাগিদের তালিকা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্টও। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার প্রশ্ন, 'দাগিদের নামের তালিকা এত কম কেন?'। এর জবাবও দেয় কমিশন। বস্তুত, শনিবার রাতে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ১,৮০৬ জনের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। রয়েছে শাসক দলের অনেক নেতা-নেত্রী বা নেতা-ঘনিষ্ঠদের নাম। তবে এই তালিকার বাইরে কি আর কোনও অযোগ্য চাকরিপ্রার্থী নেই? সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। একা শামিম নন, অযোগ্যদের তালিকা প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার বলে জানিয়েছিলেন তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার এই একই ইস্যুতে প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালতও। এসএসএসি নিয়ে একের পর এক মামলা চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। নতুন করে যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সোমবার চলছিল তেমনই একটি মামলা বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চে। সেখানেই শুনানির সময় আদালত

বলে, অনেক চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্তদের নাম তালিকায় নেই। বিষয়টি খতিয়েও দেখতে বলা হয় কমিশনকে। এরপর বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ প্রশ্ন করে, সিবিআইয়ের তালিকায় আরও বেশি নাম ছিল। এখানে কেন এত কম কেন? পাল্টা কমিশনের জবাব, সিবিআই তালিকায় যাদের নাম ছিল, সেই তালিকার সবাইকে নিয়োগ করা হয়নি। যে দাগিরা নিযুক্ত হয়েছিল, এই তালিকায় শুধু তাদের নামই আছে। বস্তুত, এর আগে এই বিচারপতিদের বেঞ্চ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বারেবারে সতর্ক করেছিলেন, নতুন পরীক্ষায় যেন কোনও অযোগ্য বসতে না পারে। আজ আরও একবার এই ইস্যুতেই কমিশনকে সতর্ক করল শীর্ষ আদালত। আদালত এদিনও কড়া বার্তা দিয়ে বলে, কোনও অযোগ্য যেন পরীক্ষায় বসতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। তখন কমিশনের আইনজীবী প্রীতিকা দ্বিবেদি জানান, কমিশন সেদিকে নজর রাখছে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন বলেন, ''আমরা তো প্রথম থেকেই বলছি প্রায় ৬ হাজারের বেশি হবে এই সংখ্যাটা। কিন্তু কমিশন ১৮০৬ জনের নাম বের করেছে। এখনও এমন অনেক অ্যাডমিট কার্ড প্রাপক রয়েছেন যাঁরা ৭ তারিখ পরীক্ষায় বসবেন অথচ তাঁরা দাগি হিসাবে চিহ্নিত। ওই যে যাঁর ওএমআর শিটের নম্বর ধরুন শূন্য বেড়ে ৫৩ হয়েছে। তাঁরা পরীক্ষায় বসবেন। সেটা মোটেই ঠিক নয়।'' চাকরিহারা চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ''এই নামগুলো হল অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিক। এরা চাকরি করছেন। কিন্তু সিবিআই লিস্ট অনুযায়ী অনেকেই আছে যাঁরা চাকরি পায়নি। এরা ওয়েটিংয়ে থাকতে পারে, নট কল ফর ভেরিফিকেশনে থারতে পারে, কিন্তু তাঁদেরও ওএমআর-এ গড়মিল ছিল। এই তালিকাও সিবিআই দেয়। এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিধান দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট শুনেছি। সেই তালিকাও প্রকাশ যদি করে সাধুবাদ জানাব আমরা। তা সে চাকরি পাক আর না পাক।''

'প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে অনুমতি নিতে হত', তৃণমূলের মঞ্চ নিয়ে সাফ জানাল সেনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভেঙে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ। সোমবার দুপুরে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের কিছু না জানিয়েই প্রতিবাদ মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। মমতা দাবি করেছেন, বিজেপি সেনাকে ব্যবহার করে এই কাজ করেছে। তবে, কেন এভাবে আচমকা মঞ্চ ভাঙা হল? সেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেনার তরফে। সোমবার দুপুরে ওই মঞ্চ ভাঙার পর যখন মমতা সেখানে পৌঁছন, তার মধ্যেই সেনার তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। সেখানে জানানো হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের

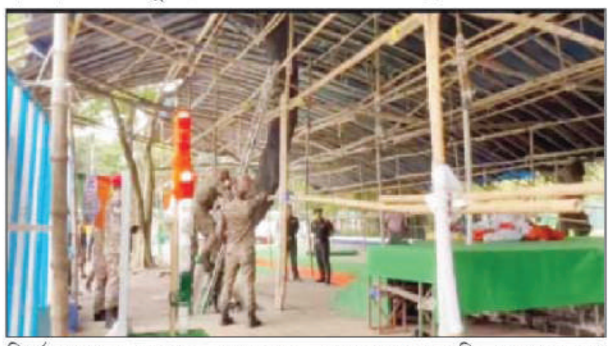

নির্দেশানুসারে ময়দান এলাকায় দু'দিনের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনদিনের বেশি অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি নিতে হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে। সেনার আরও দাবি, এ ক্ষেত্রে মাত্র দু'দিনের অনুমতি দেওয়া হলেও প্রায় এক মাস ধরে রাখা হয়েছিল ওই মঞ্চ। বারবার এ ব্যাপারে বার্তা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি সেনার। তাই কলকাতা পুলিশকে জানিয়ে সোমবার মঞ্চটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেনার তরফে দেওয়া ওই বিবৃতিতে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপি আদতে সেনাকে কাজে লাগিয়ে এটা করেছে। বিজেপি সেনাকে অপব্যবহার করেছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, সেনার উচিত ছিল তাঁকে বিষয়টি জানানো। রানি রাসমণি রোডে আন্দোলনের মঞ্চ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এসআইআর নিয়ে বিশেষ 'সুপ্রিম' নির্দেশ

গোপন রিপোর্ট দেবে প্যারা-লিগাল ভলান্টিয়ার

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তি বা বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য এবার বিহারে প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ার নিয়োগ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্টের পাশাপাশি এবার সরাসরি লিগাল এইড সেল-কে ভোটার তালিকায় নাম সংযুক্তি এবং বাদ দেওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, স্টেট লিগাল এইডস ফোরামের চেয়ারম্যান সব জেলায় প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার নিয়োগ করবেন। ভোটাররা যখন নিজেদের নাম ভোটার লিস্টে তুলতে চাইবেন না কোনও ভোটারের নাম বাদ দিতে হবে, সেই আবেদন করার কাজ করবেন এই ভলান্টিয়ার। এছাড়াও শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, প্যারালিগাল ভলান্টিয়াররা একটি গোপন রিপোর্ট জমা দেবেন জেলার লিগাল এইড সেলের চেয়ারম্যানকে। সেই রিপোর্ট একত্রিত করবে রাজ্যের লিগাল এইড সেল। এদিন কমিশনের নোটিশপ্রাপ্ত তিন লক্ষ বিহারের ভোটারদের ক্ষেত্রে আধার গ্রহণের আবেদন জানান বিরোধী রাজনৈতিক দলের আইনজীবী। কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন কোনও নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। বিচারপতি বলেন, ''আমরা এ নিয়ে আগেই নির্দেশ দিয়েছি। যদি নির্বাচন কমিশন এই তিন লক্ষ ভোটারদের ক্ষেত্রে আধার গ্রহণ না করে, তাহলে আমাদের জানাবেন। আমরা তখন দেখব।'' এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের কাছে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের পরও আবেদন করতে পারবেন ভোটাররা। নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিন পর্যন্ত যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের নথি যাচাই করে চূড়ান্ত তালিকায় সেটা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। এদিন আবেদনকারীদের তরফে অভিযোগ করা হয়, পুরনো ভোটাররাও নতুন ভোটার হিসেবে নাম তুলে ফেলছেন। এই অভিযোগ অস্বীকার করে নির্বাচন কমিশন। তাদের দাবি ২.৭ লক্ষ নাম জমা পড়েছে শুধুমাত্র বাদ দেওয়ার জন্য আর নথিভুক্তকরণের জন্য ৩৩ হাজারের কিছু বেশি নাম জমা পড়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর।

'সন্ত্রাসবাদে খোলা সমর্থন করছে, আমরা মেনে নেব?'

পাকিস্তানকে তুলোধনা প্রধানমন্ত্রী মোদির

বেজিং, ১ সেপ্টেম্বরঃ পাকিস্তানের সামনেই তাদের তুলোধনা। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানকে একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সরব হলেন পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া নিয়ে। এসসিও সামিটে যোগ দেওয়া রাষ্ট্রনেতারাও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থন করে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেন। তবে তারা উল্লেখ করেননি পাকিস্তানের নাম। চিনের তিয়ানজিনে বসেছে এসসিও সামিট। এ দিন, (১ সেপ্টেম্বর) ২৫তম সাংহাই কোঅপারেশন সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''কোনও কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করছে। এটা কি মেনে নেওয়া যায়? সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র কোনও একটা দেশের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি নয়, গোটা মানবতার জন্য চ্যালেঞ্জ।'' পহেলগাঁও জঙ্গি হানার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''ভারত বিগত চার দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের আঘাত সহ্য করে আসছে। সম্প্রতি পহেলগাঁওতে আমরা সন্ত্রাসবাদের সবথেকে ঘৃণ্য রূপ দেখেছি। আমাদের সন্তানদের হারিয়েছি। অনাথ হয়ে গিয়েছে অনেকে। যারা এই লড়াইয়ে, কঠিন সময়ে নয়া দিল্লির পাশে যারা দাঁড়িয়েছে, তাদের ধন্যবাদ।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে সন্ত্রাসবাদে কোনও দ্বিচারিতা গ্রহণ করা হবে না। এই হামলা (পহেলগাঁও হামলা) প্রতিটি দেশ এবং প্রতিটি মানুষ, যারা মানবতায় বিশ্বাস করে, তাদের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ ছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কোনও কোনও দেশের সন্ত্রাসবাদে খোলা সমর্থন কি গ্রহণযোগ্য? আমরা যে কোনও ধরনের, যেকোনও বর্ণের সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে হবে। এটা মানবতার প্রতি আমাদের দায়িত্ব।'' প্রধানমন্ত্রী যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও। তিনি চুপ করেছিলেন গোটা সময়। সন্ত্রাস দমনে ভারতের অবস্থান ও অভিযান নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি জানান, ''এসসিও-র রিজিওনাল অ্যান্টি-টেররিস্ট স্ট্রাকচারের অধীনে আল কায়েদা সহ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন অভিযান চালাচ্ছে ভারত।'' তিনি জানান, এসসিও-র সদস্য হিসাবে ভারত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। নিরাপত্তা, সংযোগ ও সুযোগ- এই তিনটি স্তম্ভই ভারতের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

করমপুজোর দিন অধিবেশন কেন? প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ করম পুজোর দিন কেন বিধানসভার অধিবেশন রাখা হয়েছে? এই নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ওই দুটো দিন যদি অধিবেশন না রাখা হয়, তাহলে বিধায়করা নিজ-নিজে এলাকায় গিয়ে আনন্দ-উৎসবে মাততে পারবেন না। এই বিষয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করলেন শুভেন্দু। সোমবার সাংবাদির বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ''অধ্যক্ষকে বলছি, আমাদের বার্তাটা যদি স্বীকার করে চোদ্দতলা অবধি পৌঁছে দেন। তাহলে এই এলাকার বিধায়করা উৎসব-উদযাপন করতে পারে। ৩ এবং ৪ তারিখ করম পুজো। তাই ওই দিন অধিবেশন না থাকলে তাঁরা উৎসবে মাততে পারবেন। সেই আবেদনই করছি।'' উল্লেখ্য, করম পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার আগেই সব সরকারি অফিস-দফতর গুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর এই পুজোর জন্য সরকারি দফতর, পুরসভা, পঞ্চায়েত, সরকারপোষিত সব সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি থাকবে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। মূলত, কলকাতায় করমপুজো না হলেও পশ্চিমের জেলাগুলি যেমন-বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো একাধিক জেলার বিভিন্ন অংশে এই পুজো দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গেও কয়েকটি জায়গায় পালিত হয়। এই পুজো উপলক্ষে কোথাও মেলা বসে। আনন্দে মাতেন

আদিবাসী মানুষজন। সোমবার থেকে বিধানসভায় শুরু হয়েছে বিশেষ অধিবেশন। চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। আর সেই বিশেষ অধিবেশনে শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখতে সর্বদলীয় প্রস্তাব আনার বার্তা বিরোধী দলনেতার। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''গণতন্ত্রে আইন প্রণেতা হিসাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই চূড়ান্ত। রাজ্য যদি ১৮০৬ জনকে বাদ দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার 'যোগ্য' তালিকা পেশ করে, আমরা তাতে সর্বদলীয় প্রস্তাবে সমর্থন করব। তারপর সেই প্রস্তাব নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাক। রাজ্য তাদের বলুক, বাংলায় একটা নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাঁচানোর জন্য শাসক-বিরোধী রাজনীতির রং ভুলে এদের চাকরি বহালের জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব দিয়েছে।'' তাঁর সংযোজন, ''আমি একটা চিঠি মুখ্যসচিবকে লিখছি ও শঙ্কর ঘোষ স্পিকারকে লিখছেন। ৪ তারিখ এই প্রস্তাব আনুক। ৩০ মিনিটের জন্য হলেও কথা হোক। এটা বিতর্কের বিষয় নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৮০৬ বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন যারা রয়েছে ১৫ হাজার শিক্ষক তারা তো যোগ্য। তাদের চাকরি বহাল রাখতে হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আজ সন্ধ্যার মধ্যে মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠাব।'' তবে রাজ্য সরকার যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয়, চাকরিহারাদের সঙ্গে ৭ তারিখ বিকালে তিনি দেখা করবেন বলেই আশ্বাস দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার এই পদক্ষেপে খুশি চাকরিহারাদের একাংশ। এদিন আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ''যদি উনি এটা করেন, তা হলে খুব ভাল হয়। যারা মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন, তাদের যেন সুরক্ষা প্রদান করা হয়। আর বিধানসভায় এমন একটা প্রস্তাব পাশ হলে, তা সত্যিই নজিরবিহীন হয়ে থাকবে।''

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার পুলিশ দিবসে এক্স হ্যান্ডলে দিলেন বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, এই পুলিশ দিবসে, আমরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পোশাক পরা বীরদের সম্মান জানাই। আপনার সাহস, ত্যাগ এবং নিষ্ঠা আমাদের প্রতিদিনের নিরাপত্তা এবং শান্তি নিশ্চিত করে।ভারতে ২১ অক্টোবর পুলিশ দিবস হলেও ২০২০ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, পুলিশের ভূমিকাকে কুর্নিশ জানিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, এখন থেকে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন 'পুলিশ দিবস' পালন করবে রাজ্য সরকার।পুলিশকে শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন দেশ একটি বিশেষ দিন বেছে নিয়েছে। যেমন, চিন (১০ জানুয়ারি), মিশর (২৫ জানুয়ারি), মালয়েশিয়া ও রোমানিয়া (২৫ মার্চ), ইউক্রেন (৪ এপ্রিল), আর্মেনিয়া (১৬ এপ্রিল), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৫ মে), সিঙ্গাপুর (৩ জুন), সার্বিয়া (১২ জুন), তাইওয়ান (১৫ জুন), আজারবাইজান (২ জুলাই), পোল্যান্ড (২৪ জুলাই), ভিয়েতনাম (১৯ আগস্ট), কানাডা (২৪ আগস্ট), ব্রিটেন (২৯ সেপ্টেম্বর), থাইল্যান্ড (১৭ অক্টোবর), বুলগেরিয়া (৮ নভেম্বর)।

ইউক্রেন সংঘাতে ভারত ও চিনের প্রয়াস প্রশংসনীয় ঃভ্লাদিমির পুতিন

তিয়ানজিন ও নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ ইউক্রেন সংঘাতে ভারত ও চিনের ভূমিকার প্রশংসা করলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। সোমবার চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও শিখর সম্মেলনে পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন সংঘাতে ভারত ও চিনের প্রয়াস প্রশংসনীয়।চিনের তিয়ানজিনে এসসিও সদস্যদের অধিবেশনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় আমি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আমার আলাস্কা বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য নেতাদের জানাবো। মস্কোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে, ইউক্রেনের সংকট 'আক্রমণের' ফলে উদ্ভূত হয়নি, বরং ইউক্রেনের পশ্চিমী মিত্রদের সমর্থিত কিয়েভে একটি অভ্যুত্থানের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে যে সমঝোতা হয়েছে তা ইউক্রেনে শান্তির পথ খুলে দিয়েছে।

মহুয়ার মতো মানুষজন রাজনৈতিক সংস্কৃতি নষ্ট করে ঃ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ১ সেপ্টেম্বর ঃতৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সমালোচনায় মুখর হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, মহুয়ার মতো মানুষজন রাজনৈতিক সংস্কৃতি নষ্ট করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে পড়েছেন মহুয়া, ছত্তিশগড়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।মহুয়ার বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে সোমবার দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মহুয়া মৈত্র এই ধরনের বক্তব্য রেখেই চলেছেন। তিনি রাজনীতি নিয়ে কম কথা বলেন, বাইরের বিষয় নিয়ে বেশি কথা বলেন, যাতে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন। রাজনীতিতে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১সেপ্টেম্বরঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। নয়াদিল্লি(পিআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

সোমবার আংশিকভাবে খোলা হলো জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু , ১ সেপ্টেম্বর ঃ যান চলাচলের সুবিধার্থে সোমবার আংশিকভাবে খোলা হলো জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। এসএসজি রোড এবং সিন্থান রোডেও শুরু হলো নিয়মমাফিক গাড়ি চলাচল । বড়ো থেকে ছোট , সবরকমের গা।রি জন্যই খোলা হলো সড়ক পথ। তবে এক্ষেত্রে রয়েছে বেশ কয়েকটি নিয়ম। এই নিয়ে এদিন ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন , যাত্রীদের সুবিধার্থে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের কিছু অংশ খোলা হলো। তবে এখনও রাস্তার বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্থ অংশে আটকে রয়েছে গাড়ি । সেগুলোকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। রাস্তা যেহেতু সংকীর্ণ , তাই কোনও গাড়ি ওভারটেক করার চেষ্টা করলে যানজট আরও বা।তে পারে। তাই প্রত্যেক গাড়ির চালক যাতে ট্রাফিকের নিয়ম -শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলে , সেই আর্জিও জানিয়েছেন। তবে যাবতীয় আপডেট পেতে জন সাধারণকে ট্রাফিক পুলিশের এক্স হ্যান্ডেল এবং ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া খারাপই, সপ্তমদিনের জন্যও স্থগিত মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

কাটরা, ১ সেপ্টেম্বরঃভারী বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে সোমবারও স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। সাম্প্রতিক বিপর্যয় ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সোমবার সপ্তম দিনের জন্যও স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আপাতত শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।এদিকে, সোমবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য আংশিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু দিন পর গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক খুলে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন ট্রাক ও গাড়ির চালকরা।

শিল্পজগতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে করতে হবে

নয়াদিল্লি , ১সেপ্টেম্বর ঃ সিএসআইআর-এর অধীনস্থ কলকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিজিসিআরআই)-এর বর্ষব্যাপী হীরক জয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি হল বৃহস্পতিবার। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী ডাঃ জিতেন্দ্র সিং ভবিষ্যতে ভারতের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে শিল্পজগতের সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) ।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে , হীরক জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কলকাতায় সিজিসিআরআই-এর এমএন সাহা প্রেক্ষাগৃহে মন্ত্রী বলেন, ভারতের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিশ্চিত করতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পজগতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি টিকা উদ্ভাবন এবং জম্মু-কাশ্মীরে ল্যাভেন্ডার চাষের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। শিল্প সংস্থাগুলি কীভাবে বিভিন্ন গবেষণামূলক উদ্যোগে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের জীবিকার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং বাজারের চাহিদা অনুসারে নানা পণ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়েছে, সেই বিষয়টি তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।ডাঃ সিং বলেছেন, এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের গবেষণামূলক উদ্যোগ কখনোই বাস্তবায়িত হতে পারে না। বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পজগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই আমরা সেমিকন্ডাকটর, পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানী এবং কোয়ান্টাম টেকনোলজির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো। সিজিসিআরআই কাঁচ এবং সেরামিক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীকে স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা উৎপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়।মন্ত্রী বলেন, ১৯৫০ সালে সিএস আইআর-এর প্রথম দিকের গবেষণাগার হিসেবে সিজিসিআরআই গড়ে ওঠে। নানাধরনের কাঁচ এবং সেরামিক সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অপটিক্যাল গ্লাস, বর্জ্য থেকে উপাদিত বিশেষ ধরণের ইঁট, বিকিরণ প্রতিরোধী কাঁচ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বায়ো-সেরামিকের তৈরি নানাধরনের সামগ্রী উদ্ভাবনে সিজিসিআরআই-এর গবেষণাগারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, জলজীবন মিশন এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিজিসিআরআই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ গ্লাসের সফল আয়োজন করেছে এই সংস্থা।ডাঃ সিং জ্বালানী, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজে ব্যবহার করা যায় এধরনের সামগ্রী নিয়ে যে সিজিসিআরআই-এর গবেষণাগারগুলিতে কাজ চলছে সেগুলি ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে বিআইটি মেসরা-র উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্না এবং আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কানপুর আইআইটি-র আশুতোষ শর্মা ভাষণ দেন। সিএসআইআর-এর মহানির্দেশক অধ্যাপক ডঃ শেখর সি মান্ডে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।মন্ত্রী বলেন, সিজিসিআরআই সেমিকন্ডাকটরের জন্য ব্যবহৃত উন্নতমানের সেরামিক সরবরাহ করে। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব হাইড্রোজেন জ্বালানী উপাদনে ইলেক্ট্রোলাইজার সেল ব্যবহারেও সলিড অক্সাইড সরবরাহ করেছে এই সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠান ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদী। এখান থেকে প্রতি বছর তরুণ গবেষকদের নানাধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্টার্টআপ সংস্থা ও হস্ত শিল্পীরা নানাধরনের সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পেয়ে থাকেন।

এসসিও সম্মেলনে পহেলগাম হামলার তীব্র নিন্দা, সহমর্মিতা সদস্য রাষ্ট্রের

তিয়ানজিন ও নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ চিনের তিয়ানজিনে আয়োজিত এসসিও সম্মেলনে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের রাষ্ট্র প্রধানদের কাউন্সিলের তিয়ানজিন ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সদস্য দেশগুলি পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। তাঁরা মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে।ঘোষণাপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধরনের হামলার অপরাধী, সংগঠক এবং পৃষ্ঠপোষকদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার সময, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রচেষ্টার অগ্রহণযোগ্যতার উপর জোর দেয়। তাঁরা সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থী হুমকি মোকাবিলায় সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তাদের যোগ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপ এবং প্রকাশের তীব্র নিন্দা করে, জোর দেয় যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুমুখো নীতি গ্রহণযোগ্য নয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানায়।ঘোষণাপত্রে এক পৃথিবী, একটি পরিবার ও একটি ভবিষ্যত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সদস্য দেশগুলি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও নিবি। করার জন্য পঞ্চম এসসিও স্টার্টআপ ফোরামের ফলাফলকে স্বাগত জানিয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি এসসিও থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ফোরামের ২০-তম বৈঠকের আয়োজনের কথা উল্লেখ করেছে। সাংস্কৃতিক ও মানবিক বিনিমযকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারতীয় কাউন্সিল ফর ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের এসসিও স্টাডি সেন্টারের অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ই-স্পোর্টসকে উৎসাহ দিতে বড় পদক্ষেপ, বৈঠক করলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ আর্থিক লেনদেনে যুক্ত সমস্ত ধরনের অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ করতে বিল পাশ করেছে কেন্দ্র। রাষ্ট্রপতি তাতে অনুমোদনও দিয়েছেন। ই-স্পোর্টসকে উৎসাহ দিতেই এই আইন আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ই-স্পোর্টস ও সোশ্যাল গেমস নিয়েই সোমবার কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করলেন অনলাইন গেমিং ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ই-স্পোর্টসের প্রচারে জোর দেওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যবহারকারীর অর্থ সুরক্ষিত রাখার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। একইসঙ্গে অনলাইন গেমিং ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিরা জানান, দেশের আইনকে মান্যতা দিয়েই ই-স্পোর্টসে জোর দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক লেনদেনে যুক্ত অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ করতে সংসদের বাদল অধিবেশনে 'দ্য প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫' নামের ওই বিল পাশ করে কেন্দ্র। গত ২২ আগস্ট সেই বিলে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আর্থিক লেনদেনে যুক্ত অনলাইন গেমিংয়ের বিজ্ঞাপন, আর্থিক লেনদেন রুখতে এই আইন আনা হয়েছে। একইসঙ্গে ই-স্পোর্টস ও অনলাইন সোশ্যাল গেমসকে উৎসাহ দিতেই এই আইন বলে জানা গিয়েছে। ই-স্পোর্টসের প্রচার ও তাদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। নতুন এই আইন ই-স্পোর্টসকে আইনি সহায়তা দেবে। সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে ই-স্পোর্টসের জন্য কোনও আইনি সহায়তা ছিল না। ই-স্পোর্টস যাতে ভারতীয় খেলাধূলার জগতে স্থান করে নিতে পারে, তার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক একটা পরিকাঠামো তৈরি করছে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়গুলির সাথে আরও ভালভাবে সংযুক্ত থাকবেন। সুনামের উন্নতি হবে। সম্মানের মাত্রা উঁচুতে থাকবে। আপনি লাভ এবং প্রভাব বৃদ্ধিতে সফল হবেন।
বৃষঃ ধৈর্য ধরুন। অফিস বা অন্য কোথাও কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। অন্য কারও সঙ্গে নিজের তুলনা করতে যাবেন না।
মিথুনঃ আজ আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। সুযোগগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিভিন্ন কাজে আপনি ধৈর্য দেখাবেন। গবেষণা সংক্রান্ত কাজ ব্যবসায় আগ্রহ রাখতে
কর্কট রাশি ঃযেমন আশা করছিলেন আগামিকাল হয়তো, সেই রকম ফল পাবেন না। তবে ছোট, ছোট সাফল্য আপনাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেবে। অফিসে নীরবে কাজ করে যান। তাতেই সাফল্য আসবে।।
সিংহঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে নিয়মিততা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। পরিষেবা ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে। কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে। পেশাগত আলোচনা যোগাযোগে স্বচ্ছতা নিয়ে আসবে।
কন্যা ঃআজ আপনি প্রজ্ঞা এবং বীরত্বের সাথে সঠিক দিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বন্ধু
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।
মীনঃ আজ আপনি সক্রিয় এবং সতর্ক থেকে অর্থনৈতিক দিককে শক্তিশালী রাখবেন। ব্যবসায়িক বিষয়ে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবেন। লাভের অবস্থান আরও ভাল কর্মক্ষমতা বজায় রাখবে। কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন।

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ওমকারা অ্যাসেটস্ রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
সিআইএনঃ ইউ৬৭১০০টিজেড২০১৪পিএলসি০২০৩৬৩

রেজিস্টার্ড অফিসঃ কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭তম তল, এন.সি. কেলকর মার্গ, আর.জি. গদকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০২৮
মোবাইলঃ +৯১ ৮০৮২৪৮৮৯০৭, বোর্ডঃ +৯১ ২২ ৬৯২৩১১১১, ইমেলঃ Email: vishal.bodha@omkaraarc.com,

[পরিশিষ্ট -IV-A][নিয়ম ৮ (৬)-এর শর্তাবলী দেখুন] । স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI অ্যাক্ট) এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি মূল সুরক্ষিত ঋণদাতাদের (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আইডিবিআই) কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। অধিকন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের অধীনে পাস হওয়া আইন অনুসারে, স্ট্রেসড অ্যাসেটস স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (এসএএসএফ) নামে ট্রাস্ট আকারে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন গঠন করেছে এবং ৩০-০৯-২০০৪ তারিখের একটি অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে, আইডিবিআই মেসার্স ইস্টার্ন সুগারের ঋণ অ্যাকাউন্টটি এসএএসএফ-কে তার অন্তর্নিহিত নিরাপত্তা স্বার্থ সহ ২৮-০৬-২০০৬ তারিখের ট্রান্সফার ডিডের মাধ্যমে অর্পণ করেছে। এসএএসএফ ৩১-০৮-২০২৪ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, মেসার্স ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ঋণ ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওএআরপিএল) কে (ওমকারা পিএস ১৩/২০২৪-২৫ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে) অর্পণ করেছে। ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক নিম্নোক্ত বন্ধকী সম্পত্তির ভৌত দখল নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, ওএআরপিএল হল কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি এবং একটি সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানি হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস ৯, এম.পি. নগর, ১ম স্ট্রিট, কঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর - ৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭তম তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর.জি. গডকরী চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০২৮। অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, ওএআরপিএল এসএএসএফ থেকে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি সহ সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণ অর্জন করেছে এবং বকেয়া আদায় এবং সিকিউরিটিগুলি কার্যকর করার অধিকারী।

ওএআরপিএল-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা SARFAESI আইনের অধীনে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করতে চান, যাতে ঋণদাতাদের পাওনা আদায় করা যায়, যেমন নীচের টেবিলে দেখানো হয়েছে। SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে অধিকার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তিগুলি যেমন আছে যেখানে আছে, যেমন আছে যা আছে, যা আছে সেখানে এবং আশ্রয় ছাড়াই বিক্রয় করা হবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্ট্রেসড অ্যাসেটস স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (বর্তমানে ওএআরপিএল) এর বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ০১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখ অনুসারে ২২৫৫,৮৭,৯১,৪৩৪ টাকা (দুই হাজার দুইশ পঞ্চান্ন কোটি সাতান্ন লক্ষ একানব্বই হাজার চারশ চৌত্রিশ টাকা) এবং তার উপর সুদ। ২ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে মেসার্স ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী হনুমান সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('এসএইচআইএল/গ্যারান্টার/বন্ধক'), এবং নোপানি ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড ('এনআইপিএল/গ্যারান্টা/রবন্ধক') এর পক্ষ থেকে।

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, জামিনদার, সিকিউরিটির বিবরণ, রিজার্ভ মূল্য, বর্ধিত বিডের পরিমাণ, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) এবং জ্ঞাত দায় (যদি থাকে) এর বিবরণ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ বন্ধকদারদের নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	সম্পত্তির মালিক	রিজার্ভ মূল্য	বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ইএমডি মূল্য
১. ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) **২. শ্রী হনুমান সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (জামিনদার / বন্ধকদার)** **৩. মেসার্স নোপানি ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার / বন্ধকদার)** **৪. শ্রী বিমল কুমার নোপানি (মৃত) (ব্যক্তিগত জামিনদার) প্রতিনিধিত্ব করেছেনঃ বিমল কুমার নোপানি ফ্যামিলি ট্রাস্ট**	প্রাঙ্গণ নং ১১১, ১১০০ বর্গফুট আয়তনের, ১১ তলা, বজাজ ভবন, প্লট নং ২২৬সিএস নং ১৯২৪, ব্লক নং ৩, ব্যাকবে পুনর্নির্মাণ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই - ৪০০০২১	**মেসার্স নোপানি ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড। রেজিস্ট্রেশন ঠিকানা** প্রাঙ্গণ নং ৯, নিচতলা, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২৭ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ।	টাকা ৬,৫০,০০,০০০/-(ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র)	টাকা ১৫,০০,০০০/- (মাত্র পনেরো লক্ষ টাকা)	টাকা ৬৫,০০,০০০/- (পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র)

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ- ৬-১০-২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়ঃ- ২৬-০৯-২০২৫ বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **এবং সময়ঃ**- ৩-১০-২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত
জ্ঞাত দায়ঃ- সোসাইটির পাওনা (বজভবন), যার মোট পরিমাণ ৬১,২৩,৯৬৯- টাকা।
মুলতুবি মামলাঃ- শূন্য।
অ্যাকাউন্টঃ- ১১৪৯৩২১১৫৫, **সুবিধাভোগীর নামঃ** ওমকারা পিএস ১৩/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট, **ব্যাংকের নাম**-কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, **শাখাঃ** মুম্বাই বিকেসি, **আইএফএসসি কোডঃ** কেকেবিকে০০১৪০৫

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ৮(৬) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি।
এই নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এবং আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা(দের) প্রতি কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ, যাতে তাদের উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামের মাধ্যমে নিলাম/বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হবে এবং SARFAESI আইন ২০০২ এর ১৩(৮) এর বিধান অনুসারে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা, সুদ, খরচ এবং ব্যয় পরিশোধ করে সম্পত্তি খালাস করার পরামর্শ দেওয়া হবে। পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তা/সিকিউরড পাওনাদারের বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়ম ৮ এর অধীনে নির্ধারিত যেকোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে। (৫) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর।

তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫ **স্বা/-বিশাল বোধা - চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থানঃ মুম্বাই ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওমকারা পিএস ১৩/২০২৪-২৫ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে)

ভাষা যেন মেধার বিকাশের সহায়ক হয়, সেদিকে নজর রাখার আর্জি আইএসআই- প্রধানের

অশোক সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর, ঃ পারিপার্শ্বিক নানা কারণে অনেকে ইংরেজিতে প৷৷শোনা করার সুযোগ পাননা। কিন্তু মেধাবী এবং অনুসন্ধিসুদের বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া উচিত। ভাষা যেন মেধার বিকাশের অন্তরায় না হয়, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এভাবেই ভাষা যেন মেধার বিকাশের সহায়ক হয়, তার গুরুত্বের কথা বললেন আইএসআই-এর অধিকর্তা ডঃ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দেশীয় পরিভাষা তৈরির একটি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ' অফ ইউনিফ্রম সায়েঃটিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি ফর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস - চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিজ' নামে এই তিন-দিনের কর্মশালার আয়োজন করছে আইএসআই-এর লিঙ্গুইসটিক্স রিসার্চ ইউনিট। সোমবার শুরু হলো আই এস আই এবং ভারতীয় ভাষা সমিতির (বিবিএস), কেঃদ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এই যৌথ প্রচেষ্টা। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থী-গবেষকরা এতে অংশ নিচ্ছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারত নিছক একটি দেশ নয়। নানা ভাষা, নানা মতের মানুষের সম্মেলন। এ যেন একটা মহাদেশ। দেশের শহুরে মানুষের একটা বড় অংশ ইংরেজিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। আইএসআই-এর ভাষাবিজ্ঞানীরা এ রকম বিভিন্ন প্রচলিত শব্দের ভারতীয়করণ করার কাজটা যথেষ্ঠ ভেবেচিন্তে করার চেষ্টা করছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একসময় আইএসআই বলতে অনেকে কেবল রাশিবিজ্ঞান, কম্পিউটার বা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ের চর্চাকেন্দ্র বলে মনে করতেন। কিন্তু সোস্যাল এবং ন্যাচারাল জাস্টিসের নানা কাজ করেছে, বা করছে এই প্রতিষ্ঠান। এদেশে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক দিন ধরেই আইএসআই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশের নেপথ্যে ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের অবদান ও কৃতিত্বের কথা জানান সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথি হিসাবে দীক্ষান্ত ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ইন্সটিট্যুট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক এল রামমূর্তি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশীয় ভাষায় পঠনপাঠনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভাষাবিজ্ঞানের যে কাজ আইএসআই করছে, তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আগামী দিনে বহু দেশীয় ভাষা মুছে যেতে পারে। আমি দক্ষিণী কৃষক পরিবারের সন্তান। আমার ছেলেবেলায় শোনা বহু শব্দ বিশ্বায়নের চাপে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। আধুনিক পশ্চিমী শব্দ ও ভাবের সঙ্গে ভারতের নিজস্ব চিরাচরিত শব্দের সামঞ্জস্য খোঁজার বিশেষ গুরুত্ব আছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আইএসআই-এর লিঙ্গুইসটিক্স রিসার্চ ইউনিটের (এলআরইউ) প্রধান অধ্যাপক নীলাদ্রিশেখর দাশ। তাঁদের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণ দেন প্রতিষ্ঠানের ডিন অফ স্টাডিজ বিশ্বব্রত প্রধান।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN NO: L65921WB1990PLC048885

নিবন্ধিত অফিসঃ ওম টাওয়ার্স, ১৪তম তলা, স্যুট নম্বর ১৪০৫
৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১। ই-মেইলঃ **info@pafl.in** ওয়েবসাইটঃ **www.pafl.in**

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২,০০ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, ওম টাওয়ার্স, ১৪তম তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে জারি করা নিয়মাবলীর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) এর সাথে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, ২০ / ২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, ১০/ ২০২২ তারিখ ২৮ই ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫.০৯.২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBIHOD-DHSPCIR20230164 তারিখ ৬ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং MCA দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতি রেখে। এবং SEBI-এর মাধ্যমে, ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের আর্থিক বিবরণী, বোর্ডের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য নথিপত্র ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সমস্ত শেয়ারহোল্ডার এবংঅথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (দের) কাছে ১৫ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **https:www.pafl.in-**এও পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিংঃ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, সংশোধিত এবং সেবি তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর বিধি ৪৪ অনুসারে, কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য তার সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য রিমোট ই-ভোটিং প্রদান করছে, যাতে তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখিত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে পারে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডকে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি নিযুক্ত করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশের নোটে দেওয়া আছে।

এই সময়কালে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি নীচের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে উপলব্ধ থাকবেঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা ১টা) রিমোট ই-ভোটিং শেষ বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা ১টা)ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড কর্তৃক উল্লিখিত সময় এবং সময়ের পরে ভোটদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ থাকবে।একজন সদস্য শুধুমাত্র একটি ভোটদান পদ্ধতি বেছে নিতে পারবেন, যেমন রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ভোটদান। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না। সদস্য কর্তৃক কোন প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদানের পর, পরবর্তীতে তিনি তা পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোটদান করতে পারবেন না।কোম্পানির সদস্যরা যারা প্রকৃত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন, যেমনটি প্রযোজ্য, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ('কাট-অফ তারিখ') অনুসারে, শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের মাধ্যমে তাদের ভোট (গুলি) দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। সভার নোটিশ প্রেরণের পরে যে কেউ শেয়ার (গুলি) অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে সদস্য হন, তিনি info@paffiin এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজনের বিজ্ঞপ্তিতে ডিমেটেরিয়ালাইজড, ফিজিক্যাল এবং ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **www.evotingindia.com-**এ উপলব্ধ ক্বক্ষণ **(FAQs)** এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.co.in-**এ ইমেল লিখতে পারেন অথবা ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। বই বন্ধকরণ ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বত্বাধিকার- অভিষেক গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 05269803

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫

হাতিয়াড়ায়-বাতিস্তম্ভে ধাক্কা গাড়ির

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ বিধাননগর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন হাতিয়াড়া-নোয়াপাড়া এলাকায় সোমবার সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। ভেঙে পড়ে বাতিস্তম্ভ। গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনায় আহত হন চালক-সহ দু'জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।গোটা এলাকায় .বিদ্যু বিচ্ছিন্ন করে মেরমতির কাজ চলে। স্থানীযদের একাংশের কথায, নোযা.পাড়া সিগন্যাল থেকে যে ভাবে গাড়িটি এলাকায় ঢুকে পড়ে, তাতে মনে হচ্ছে কাউকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এর পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারে গাড়িটি। চালক-সহ দুই ব্যক্তি কী অবস্থায় ছিলেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করছেন বাসিন্দারা।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭৩ ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
কলকাতা -৭০০০১৭, ফোন ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ / ২২৪০ / ৩৩০৬
ই-মেইলঃcompanysecretary@groupmanjushree.com ওয়েবসাইটঃwww.vcmil.com

চল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং
বইয়ের সমাপ্তি এবং রেকর্ড তারিখের সূচনা

এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর চল্লিশতম (৪৪তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা (১তম) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের সাথে পঠিত তার অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ই-কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.vcmil.com,** ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং CDSL এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এ পাওয়া. যাবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে AGM-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিস্তারিত তথ্য সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে সভায .অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।যারা বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের RTA অর্থা **Niche Technologies Private Limited-**এ **nichetechplgnichetechplcom**-এ একটি ই-মেইল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে সদস্য(দের) নাম, ফোলিও নম্বর এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০ (১তম) এর মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড গ্রহণ করা যায়। ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের DP-তে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং এমসিএ সার্কুলারের কারণে কোম্পানি ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের বাস্তব কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের কাছে প্রেরণ করবে না। তবে, কেস-টু-কেস ভিত্তিতে সদস্য(দের) অনুরোধের ভিত্তিতে এটি উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, এর উপর প্রযোজ্য নিয়ম এবং SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য CDSL এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার সকাল ৯.০০ টা (১টা) থেকে শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫.০০ টা (১টা) এ শেষ হবে। অতিরিক্তভাবে, কোম্পানি সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। বার্ষিক সাধারণ সভার আগেবার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর ভেন্যুতে ভোটগ্রহণ এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রী কমল কুমার শর্মা (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ৪০৫৭), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ডম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ
লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN : 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১.৯.২০২৫

দহলা মহিলা দল সমূহের মৈত্রী সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৪৬ বি.কে. তারিখ-০৪.১১.২০১৬
গ্রাম-দহলা, পোস্ট-কাঁকড়াদাড়া, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ২৮৯/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি সাগ্নিক ভুঁইয়া, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, দহলা মহিলা দল সমূহের মৈত্রী সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট
(ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ১১ (এগারো)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	ধারাগ্রাম মাতঙ্গিনী উপসংঘ	১ (এক)
২.	শিয়ালপাহাড়ী মহাপ্রভু উপসংঘ	১ (এক)
৩.	জীয়াকানালী গোপালপুর মা গৌরী উপসংঘ	১ (এক)
৪.	হেতিয়াশোল সাথী উপসংঘ	১ (এক)
৫.	জামদা মা অম্বিকা উপসংঘ	১ (এক)
৬.	দহলা দক্ষিণ মা দূর্গা উপসংঘ	১ (এক)
৭.	পরকুল বকু উপসংঘ	১ (এক)
৮.	দাতারামপুর মা মনসা উপসংঘ	১ (এক)
৯.	কাঁকড়াদাড়া উত্তর মহামায়া উপসংঘ	১ (এক)
১০.	কাঁকড়াদাড়া দক্ষিণ মা তারা উপসংঘ	১ (এক)
১১.	দহলা উত্তর মা সরস্বতী উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	রেণুকা মাহাত (সভানেত্রী)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	রেণুকা মাহাত (সভানেত্রী)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	রেণুকা মাহাত (সভানেত্রী)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	দহলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	দহলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	দহলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
দহলা মহিলাল দল সমূহের মৈত্র সংঘ প্রাথমিক
সমবায় সমিতি লিঃ

হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে 'রেইসিং-ডে' উদযাপন শিবপুর পুলিশ লাইনসে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে 'রেইসিং-ডে' উদযাপন শিবপুর পুলিশ লাইনসে, ধূলাগোড় ট্রাফিক গার্ডের আয়োজনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বিগত ২০১১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হাওড়া শহর ও সংলগ্ন এলাকায় নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পথ চলা শুরু করেছিল হাওড়া সিটি পুলিশ। ২০২০ সালের কোভিডে প্রাণ হারিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ১৮ জন পুলিশ কর্মী। সেই স্মৃতিতে আজকের এই দিনটি পালিত হয় পুলিশ দিবস হিসেবে। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের উত্থাপন দিবস এবং পুলিশ দিবস উপলক্ষে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি, অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক ও হাওড়া সিটি পুলিশের সমস্ত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন শিবপুর পুলিশ লাইনে। এই অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার পুলিশ কর্মচারীদের অভাবনীয় তদন্তকার্য ও বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য পুরস্কৃত করেন।শিবপুর পুলিশ লাইনসের পাশাপাশি এদিন অন্যদিকে, উত্থাপন দিবস এবং পুলিশ দিবস উপলক্ষে হাওড়ার ধূলাগোড় ট্রাফিক গার্ডের আয়োজনে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই শিবিরে প্রায় ১৫০ জন ট্রাফিক কর্মী এবং ড্রাইভার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা করান। সারদা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ব্যারাকপুরের এএসজি চক্ষু হাসপাতাল এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এদিন অঙ্কুরহাটির ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি ট্রাফিক-৩ অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধূলাগোড় ট্রাফিক গার্ডের আইসি স্বরূপ সেন সহ অন্যান্যরা। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি ট্রাফিক-৩ অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, পুলিশ সবসময় মানুষের পাশে থাকে। মানুষকে পরিষেবা দিতে চায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে কাজের জন্য এখন মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কোনও কিছু সমস্যা হলেও পরবর্তীকালে ভালো কিছু পাওয়া যায়। ঠিক তেমনই কোনা এক্সপ্রেসওয়ের যখন রাস্তা তৈরি হবে তখন মানুষ উপকৃত হবেন।

সম্পত্তির মূল্য-বদলের নিরিখে প্রথম বেঙ্গালুরু, শেষে হাওড়া

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে বেঙ্গালুরু। আর একদম শেষে হাওড়া। স্পষ্ট করে বললে, হাওড়ায় সম্পত্তির দাম নিম্নমুখী। ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৫০টির মধ্যে ৪৫টি শহরে সম্পত্তির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বেঙ্গালুরু ৯.১ হারে এগিয়ে, যেখানে হাওড়ায় সবচেয়ে বেশি পতন (-৬.১) দেখা গেছে। ওপর থেকে বেঙ্গালুরুর ঠিক পরে আছে চেন্নাই, আহমেদাবাদ ও কলকাতা। বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭, ৬.৮ ও ৬.৮। এর পর তিনটি শহর যথাক্রমে পুণে, মুম্বই, হায়দরাবাদ ৬, ৫.২ ও ২.৩। পতনের দিক থেকে হাওড়ার ঠিক ওপরে আছে কোচি এবং তিরুবনন্তপুরম, পতনের শতাংশ যথাক্রমে -৫.৫ এবং -৪.৮। ইংরেজিতে এই সমীক্ষা সামাজিক মাধ্যমে আসার পর ৭৮টি প্রতিক্রিয়া এসেছে, সবই ইংরেজিতে। আনন্দ শাহ লিখেছেন, মমতা বেগমের রাজত্বে সম্পত্তির মূল্যহ্রাস! শুভ মজুমদার লিখেছেন, মোল্লা বে৷ছে, মূল্য কমেছে! অনির্বান ঘোষ লিখেছেন, এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে কমিউনিস্ট শাসিত রাজ্যগুলি এবং আগের কমিউনিস্ট রাজ্যগুলি সম্পত্তির মূল্যাযন হ্রাস পাচ্ছে কারণ মানুষ এই শহরগুলিকে বসবাসের জন্য উপযুক্ত মনে করছে না। অরুণ ম্যাকডোনাল্ড লিখেছেন, যদি আপনি ভাবেন কেন সম্পত্তির দাম কমেছে, হাওড়াকে এশিযার দ্বিতীয .নোংরা শহর হিসাবেও চিহ্নিত করা হযেছে।

বৈদ্যনাথপুর মহিলা স্বনির্ভর রদলসমূহের মহামিলন শক্তি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ১৯ বি.কে. তারিখ-২০.০৬.২০১৬
গ্রাম-বৈদ্যনাথপুর, পোস্ট-বৈদ্যনাথপুর, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ২৮৭/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি অনিমেষ মাহাত, পরিদর্শক অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বৈদ্যনাথপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের মহামিলন শক্তি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট
(ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৯ (নয়)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	বৈদ্যনাথপুর শ্রীবিষ্ণু উপসংঘ	১ (এক)
২.	জগদল্লা নেতাজী উপসংঘ	১ (এক)
৩.	কেশিয়া উত্তর সর্বজয়া উপসংঘ	১ (এক)
৪.	বনবেদিয়া সমাজ কল্যাণ উপসংঘ	১ (এক)
৫.	কেশিয়া দক্ষিণ সংগ্রামী উপসংঘ	১ (এক)
৬.	জগন্নাথপুর শ্যামসুন্দর উপসংঘ	১ (এক)
৭.	নগড়ী সর্বমঙ্গলা উপসংঘ	১ (এক)
৮.	কাদড়া উপসংঘ	১ (এক)
৯.	নিমডিহা রাধাকৃষ্ণ উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	সুতপা পাত্র (কোষাধ্যক্ষ)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সুতপা পাত্র (কোষাধ্যক্ষ)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	সুতপা পাত্র (কোষাধ্যক্ষ)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বৈদ্যনাথপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের মহামিলন শক্তি
সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

গোড়াবাড়ী মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের প্রগতি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ২০ বি.কে. তারিখ-০৮.০৭.২০১৬
গ্রাম-গোড়াবাড়ী, পোস্ট-গোড়াবাড়ী, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং (২৮৮/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫) দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি সত্যজিৎ দেবনাথ, সহ প্রকল্প আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, গোড়াবাড়ী মহিলা স্বনির্ভর রদল সমূহের প্রগতি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট
ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৮ (আট)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	দামোদরপুর মা লক্ষী উপসংঘ	১ (এক)
২.	বনকাটি মা কালী উপসংঘ	১ (এক)
৩.	পেড়িপাথর মহাশক্তি উপসংঘ	১ (এক)
৪.	গোড়াবাড়ী লক্ষণডিহি হাই উত্তর মা দূর্গা উপসংঘ	২ (দুই)
৫.	গোড়াবাড়ী বোর্ড প্রাইমারী উপসংঘ	১ (এক)
৬.	শালুনী মা লক্ষী উপসংঘ	১ (এক)
৭.	বেলেবাইদ চিরসবুজ উপসংঘ	১ (এক)
৮.	বারঘুটু মা মনসা উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্টঃ B) SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	প্রতিমা মন্ডল (সভানেত্রী)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	প্রতিমা মন্ডল (সভানেত্রী)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	প্রতিমা মন্ডল (সভানেত্রী)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	গোড়াবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	গোড়াবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	গোড়াবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
গোড়াবাড়ী মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের প্রগতি সংঘ
প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২

অগ্নি যুগের বিপ্লবী

অগ্নিযুগের বজ্রকণ্ঠ বিপ্লবী। যিনি মাতৃভূমির মুক্তির জন্য নিঃস্বার্থে জীবনকে বাজি রেখেছিলেন, তিনি পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার খর্ণিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতা কমলিনী দেবীর স্নেহধন্য পরীক্ষিৎ ছোটবেলা থেকেই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হন। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই (১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়) এম.এন. রায় (নরেন ভট্টাচার্য), শশাঙ্ক জোয়ারদার, নগেন দত্ত প্রমুখের সংস্পর্শে এসে তিনি যুক্ত হন অনুশীলন সমিতিতে। সেবার তিনি বন্যার ত্রাণ কাজেও সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে এবং ড. যাদুগোপাল মুখার্জির তত্ত্বাবধানে তিনি বিপ্লবী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, এইচ.এন. বসু, এস.এন. হালদার প্রমুখ হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের সহায়তায় তিনি পাঁচ-ছয় মাস বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'সারা ভারত বিপ্লব'-এর ডাক আসতেই তিনি যোগ দেন নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনের দলে। পাঞ্জাবি সৈন্যদের স্বাধীনতার আন্দোলনে টানতে বিপ্লবীরা যে পরিকল্পনা নেন, সেখানে পরীক্ষিৎকে কম্পাউন্ডারি পাস করিয়ে মেডিকেল দলের অংশ করা হয়। অস্ত্র কেনার জন্য অর্থের প্রয়োজনে তিনি পূর্ণচন্দ্র দাসের দলে যোগ দেন। সেখানেই ঘটে খিদিরপুরের 'বার্ড অ্যান্ড কোং' ডাকাতি এবং বেলেঘাটার চাউলপট্টির দুঃসাহসী অভিযান, যা ছিল সম্পূর্ণ সফল। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং বাংলার বিভিন্ন কারাগারে 'স্টেট প্রিজনার' হিসেবে বন্দী রাখে। রেগুলেশন অ্যাক্ট-৩ অনুযায়ী তিনি প্রেসিডেন্সি জেলের কুখ্যাত ৪৪-ডিগ্রিতে কয়েক মাস আটক ছিলেন। ১৯১৮ সালে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে তিনি অরুণ চন্দ্র গুহর সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে টানা ৪৫ দিনের অনশন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১০ সালে মুক্তি পেলেও ১৯৩১ সালে আবারও তিনি শিয়ালদহ বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ কারাবাসের পর ১৯৩৮ সালে ড. যাদুগোপাল মুখার্জির আহ্বানে যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসে এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তবে স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর নিকটতম সহযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলেন বাঘা যতীন, ড. যাদুগোপাল মুখার্জি, এম.এন. রায়, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, কালীচরণ ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, অরুণ চন্দ্র গুহ, ভোলা চ্যাটার্জী, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরীক্ষিৎ চন্দ্র লড়েছেন মাতৃভূমির মুক্তির জন্য। ১৯৫৬ সালের কলকাতার নিজের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশ তাঁকে মনে রাখবে চিরকাল একজন অকুতোভয়, নিঃস্বার্থ সৈনিক হিসেবে, যিনি মাতৃভূমির জন্য জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিশাল। তা কিন্তু একেবারেই অল্প নয়।

কালীভক্ত নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের কালী আরাধনা। মুসলমানের ছেলে কালীকে নিয়ে গান লিখবে, গানে গানে শ্যামা মায়ের চরণ বন্দনা করবে; তা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরাই মানতে পারেননি। শোনা যায় একসময় বাংলাদেশ বেতারে নিষিদ্ধ হয়েছিল নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে গোঁড়া ধর্মান্ধদের আক্রমণের ব্যাপারে নজরুল বলেছেন, কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দু'টোর কোনওটাই না। আমি শুধু হিন্দু-মুসলিমকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। 'শ্যামা মা'র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন, আমার হাতে কালি মুখে কালি, মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি। মোর লেখাপড়া হ'ল না মা, আমি 'ম' দেখিতেই দেখি শ্যামা, আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি'। তাঁর কালী আরাধনার পিছনেও আছে এক অদ্ভুত ইতিহাস। ১৯২৬ সালে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিদ্রোহী কবি। সেই সময় আর্থিক সঙ্কটেও ভুগছিলেন তিনি। সে কথা জানতে পেরে তাঁকে হুগলি থেকে কৃষ্ণনগরে এনে নিজের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন নদিয়ার তৎকালীন এমএলসি (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সদস্য) ও বিশিষ্ট বিপ্লবী হেমন্ত সরকার। কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর প্রান্তে গোলাপটিতে নিজেদের বাড়িতে কবিকে সপরিবারে থাকতে দিয়েছিলেন তিনি। আর সেখানে থাকার সময়েই কাজী নজরুল ইসলাম ওই বছর কালী পুজো করেছিলেন। হেমন্ত সরকারের ভাইপো নদিয়া জেলার প্রাক্তন বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) ও বর্তমানে ৮৭ বছরের বৃদ্ধ গৌরীশঙ্কর সরকার কয়েক বছর ধরেই স্থানীয় পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন স্মৃতিকথা শোনাতে গিয়ে এ পুজোর কথাও একাধিক বার লিখেছেন। ওই বছর কোনও এক অমাবস্যায় বাড়িতে কালীপুজো আয়োজন করেছিলেন কবি। লালগোলার যোগাচার্য বরদাকান্ত মজুমদারকে দিয়ে পুজো করিয়েছিলেন। সে পুজোয় লুচি-ফুলকপি, বেগুন ভাজার ভোগ হয়েছিল। পংক্তিভোজনে সেই সময়ের স্বদেশী ভাবনার বিশিষ্ট মানুষেরা প্রসাদ পেয়েছিলেন। যার মধ্যে দুই প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দুই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। বর্ষীয়ান গৌরীশঙ্কর এমন স্মৃতিকথা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার লিখেছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন মন্ত্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী অনিল চক্রবর্তীর কাছে আমি কবির কালীপুজোর গল্প অনেকবার শুনেছি। সাবিত্রী ও মা মৃণালিনী দেবীর কাছেও সে পুজোর গল্প শোনা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী ভারত নতুনভাবে গড়তে হবে। আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে জগতকে উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিণী সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা ভবতারিণী তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। তিনি দিশা দেখান। মা ভবতারিণী হচেছন শক্তিদায়িনী। জ্ঞান শক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। ঠাকুর প্রায় বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে ভক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মনে ভক্তি আনতে হবে।

ঠাকুর বলতেন, যত মত তত পথ। যত দর্শন তত পথ তৈরি হতে থাকে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে

রসিক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাক্য রসে মজে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

বিশেষ প্রতিবেদক

রসিক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। যে মহাপুরুষ সারা জীবন ধরে ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা করে বিধবা বিবাহ আইন চালু করতে বাধ্য করেছিলেন ইংরেজ সরকারকে এবং প্রবল সামাজিক বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু বিধবা বিবাহ প্রচলন বন্ধ করার উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই বীর পুরুষ মানুষের গভীরে সরস রসধারা ফল্গু প্রবাহিত হয়েছিল তার সন্ধান আমরা প্রায় করি না। আমরা বিদ্যাসাগরের ইস্পাতের মতো কঠিন দিকটার কথা নিয়ে বেশি চর্চা করেছি। কিন্তু একটি মানুষের যেমন গভীর হৃদয়বত্তায় রয়েছে রসস্রোত পাশাপাশি তিনি আবার সবার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন কৌতুকও পর্যন্ত করে গিয়েছেন তার সন্ধান আমাদের করতে হবে। লৌহ পুরুষ বিদ্যাসাগর সরস ছিলেন বলেই তিনি সেক্সপিয়ারের 'দ্য কমেডি অব এররস' নাটকটির বাঙ্গানুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। মনের গভীরে সরবোধ না থাকলে এই নাটকটিকে বাংলায় অনুবাদ করতে বিদ্যাসাগর আগ্রহী হতেন না। আসলে আমরা বিদ্যাসাগরের সমানের দিকের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছি। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আর একটি রসের খিলান রয়েছে তার কোনও সন্ধান করতে উদ্যোগী হইনি বলে সরস বিদ্যাসাগরের রূপকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। 'ভ্রান্তিবিলাস' উপাখ্যানটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে। তিনি বইটির বিজ্ঞাপন পর্বে এই বইটির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-'..ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ার প্রণীত ভ্রান্তিবিলাস পাঠ করিয়া বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যান বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে, লোকের চিত্তরঞ্জন হইবে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।...উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরস উদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেক্সপিয়ারের সেই অপ্রিতম কৌশল নাই, সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।' বিদ্যাসাগর নামক ব্যক্তিটি যেন শুধু মানব ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে অশিক্ষিত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় শুধু রত নয়, সে ব্যক্তি আবার সমাজকে রসধারার জারক রসে নিমজ্জিত করতে উৎসাহী। বিদ্যাসাগর যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করে বাংলায় ভাষাকে একটি বিশেষ ভাষায় মর্যাদা দেওয়ার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চলছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি নব্য বাঙলা ভাষাভাষিদের জন্য ভ্রান্তিবিলায় উপাখ্যান রচনা করে এই বার্তা দিলেন যে মননে রসবোধের প্রয়োজন রয়েছে। মানব জীবনকে কৌতুক রসে সমৃদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। এই উপাখ্যানটি নিয়ে বাংলায় ছবি হয়েছিল। সেই ছবিতে উত্তম কুমারকে দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৯৬৩ সালে মুক্তি লাভ করেছিল। পরিচালক ছিলেন মনু সেন। অভিনেত্রী রূপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি এবং সন্ধ্যা রায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেখা করতে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বাদুড় বাগানের বাড়িতে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে ঠাকুর আকুল হয়ে উঠেছিলেন। তার শিষ্যদের বহুবার অনুরোধ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। অবশেষে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত উদ্যোগী হয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের। বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণদেব কী করেন তা জানতে চেয়েছিলেন। যখন জেনে ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের থাকেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একেবারে নিমরাজি হন। কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিলেন একবার ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। বিদ্যাসাগর দেবদেবী বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি উপবীত ধারন করলেও দেবদেবীর স্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। বহু অনুরোধর পর বিদ্যাসাগর রাজি হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ঠাকুরের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কৌতুক করেছিলেন। ঠাকুরও কম যান না। তিনিও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কৌতুকে মেতে ওঠেন। উভয়ের সাক্ষাৎকারটি আজও রামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লেখিত রয়েছে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বাদুড় বাগানের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন ভবনাথ, হাজরা এবং শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের দান এবং বিদ্যার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যসাগরের কাছে গিয়ে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছিলেন ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে তিনি কী রকম তা জানার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন না। তিনি শুধু মানব সেবায় ব্রতী থাকতেন। ঠাকুরের পুজো করে শুনে প্রথমে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কোনও দেখা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বরাবর আবেদন এবং নিবেদন হলে বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর ঠাকুর কি করেন। তিনি বিদ্যাসাগকে জানান ঠাকুর অতি সাধারণ পোশাক পরে দিন কাটায়। পুজো করার দিকে তাঁর কোনও মন নেই। তিনি শুধু মা মা করেন। আর বলেন একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দে মা। আমি তোর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের বাড়িতে প্রবেশ করেই ঘরে বসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে জল খেতে চাইলেন। জল খেয়ে খানিকটা সময় নিয়ে বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপরে হঠাৎ তিনি বিদ্যাসাগরের দিকে মৃদু হেসে বললেন, আজ আমি সাগরে এসেছি। খাল নদ এবং হ্রদ পেরিয়ে সাগরে এসে পৌঁছেছি। বিদ্যাসাগর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে রসিকতা করে বললেন, তাহলে সাগর থেকে খানিকটা নোনা নিয়ে যান। ঠাকুর তার উত্তরে বললেন, তুমি তো বিদ্যার সাগর। জ্ঞানের সাগর। দয়ার সাগর। তুমি তো ক্ষিরের সাগর। ১৮৮২ সালে ৫ আগস্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আসেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কৌতুক ছাড়ারও মানব দর্শন নিয়েও কথা বলেন। শৈশব কাল থেকে বিদ্যাসাগরের রসবোধ ছিল। তিনি একেবারে নিরস ছিলেন না। সংস্কৃত স্কুলে পড়ার সময়ে একবার সরস্বতী পুজোর উপলক্ষ্যে একটি ছড়া রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত গদাধর এবং সাহিত্যে জয়গোপাল -এই দুই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের গভীর প্রভাব পড়েছিল বিদ্যাসাগরের মনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আদি গুরু ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর বিদ্যাসাগরের গুরু ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল। পণ্ডিত জয়গোপাল ছিলেন সুপণ্ডিত, সুরসিক, সহৃদয় এবং ছাত্রবৎসল।

বিদ্যাসাগর খুবই রসিক ছিলেন। তিনি একবার মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে রসিকতা করে বলেছিলেন, আচ্ছা তুমি ইংরেজিতে পারদর্শি। 'ই' শব্দ বাদ দিয়ে তুমি একটি ইংরেজি বাক্য রচনা করতে পারবে। সেখানে কিন্তু কোনও রকমভাবে ইংরেজির 'ই' ব্যবহার করা যাবে না। মাইকেল বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর হাসির ছলে তাঁর ইংরেজি পারদর্শিতা পরখ করে দেখতে চান। মাইকেল সময় না নিয়ে একেবার বিদ্যাসাগরের সমানে বসে একটি বিশাল ইংরেজি স্ট্যাঞ্জা লিখে দিলেন। বিদ্যাসাগর প্রায় সময়ে গম্ভীর থাকতেন। তবে তিনি অর্থযুক্ত হাসির কথা থাকলে তার মর্মোদ্ধার করে মুখ চেপে হাসতেন। হাসির কথাকে তিনি হাসির ছলের উত্তর দিতে কসুর করতেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বহু সময়ে হাসির কথা হয়েছে। ঠাকুরের হাসির কথার উত্তর তিনি হাসি দিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠকদের কলমে

ত্যাগী সন্ন্যাসী মন

বৈদ্যনাথ দে, বারাণসী

শুধু একটি কথা। তা-ও কোনও মহাপুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। উচ্চারিত হয়েছিল এক অতি সামান্য ধোপার কন্যার কণ্ঠে। আর তাতেই সেকালের পূর্ব ভারতে বিত্ত ও মর্যাদায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী লালাবাবুর জীবনে ঘটে গেল আমূল রূপান্তর।

ঠাকুরদা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রবল প্রতাপান্বিত দেওয়ান। তিনিই আদরের নাতিকে 'লালা' বলে ডাকতেন। নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। কিন্তু সেই কৃষ্ণচন্দ্র নাম ঢাকা পড়ে গেছে আদরের 'লালা' নামে। সকলের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন 'লালাবাবু।'

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি'র সিংহ পরিবারের গৌরব তিনি। সেই ঐশ্বর্যবান মানুষটি একদিন সামান্য এক কথায় ঘর সংসার বিত্ত-বৈভব, স্ত্রী-পুত্র সব কিছু ছেড়ে দীন কাঙালের বেশে পথে নেমে গেলেন। কথায় বলে বাস্তব ঘটনা কখনও কখনও কল্পনার চাইতেও চমকপ্রদ হয়। হয় যে, সেটাতো লালাবাবুর জীবনেই প্রমাণিত।

ঊনিশ শতকের প্রথমপাদে লালাবাবু স্বীয় কর্মদক্ষতায় ওড়িশা প্রদেশের সর্বোচ্চ দেওয়ানের পদ লাভ করেন। সেই সময় পুরী জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ অবহেলা করে দীর্ঘদিন বার্ষিক কর সরকারের কাছে জমা দেননি। পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠল যে, কর না দেওয়ার অভিযোগে মন্দির নিলামে ওঠার জোগাড় হল। খবরটা গেল লালাবাবুর কানে। পরম ধর্মপ্রাণ লালাবাবু এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং তিনিই ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে নিলাম বন্ধ করলেন।

পুরীর রাজাকে বললেন, আর দেরি করবেন না, এবার তাড়াতাড়ি বকেয়া কর শোধ করে দিন। সুযোগ পেয়ে পুরীর রাজাও যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কর শোধ করে দিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মান রক্ষায় সেদিন লালাবাবু যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাতে তিনি ওড়িশার সর্বজনের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। পুরীর শ্রীক্ষেত্র প্রকৃত অর্থে মহান বৈষ্ণব তীর্থ। এখানে জড়িত রয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভক্ত হরিদাস প্রমুখ মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতি। এই পরিবেশে এসে এবং জগন্নাথ ধামের সান্নিধ্য পেয়ে লালাবাবু ধীরে ধীরে ভক্তিরসে সিক্ত হতে থাকেন। এই সময় তিনি খবর পেলেন, পিতা লোকান্তরিত হয়েছেন। আকস্মিক এই অভাবনীয় আঘাতে বিপন্ন মানসিকতা নিয়ে লালাবাবু ফিরে এলেন স্বভূমিতে। পিতার শ্রাদ্ধ শান্তি সম্পন্ন হল রাজকীয় মর্যাদায়। কিন্তু এবার পড়লেন তিনি আর এক বিপদে। পিতা নেই, জমিদারি এবং বিষয় সম্পত্তি কে দেখবে? তিনি যদি পুরী চলে যান, তাহলে দেখার আর কেউ রইল না। আর তিনি যদি বিষয় সম্পত্তিতে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে এখানেই অবস্থান করেন, তাহলে পুরীর জগন্নাথধামে বসবাস করার আধ্যাত্মিক আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। এখানকার বিষয় সম্পত্তি ও জমিদারি দেখার জন্য তিনি ওড়িশার দেওয়ানি ত্যাগ করলেন। বিষয়কর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু তাই বলে ভক্তিসাধনা তিনি ত্যাগ করলেন না। জীবনের এই দুটি বিপরীত প্রান্তকে তিনি মিলিয়ে নিয়েই এগিয়ে চললেন। সময়টা শীতকালের বিকেল। কান্দিতে কাছারির কাজকর্ম সেরে তাঞ্জামে চেপে প্রাসাদে ফির ছিলেন লালাবাবু। নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে কী মনে হল, তিনি তাঞ্জাম রাখতে বললেন। পড়ন্ত বেলায় মিষ্টি রোদ এবং শীতের স্নিগ্ধ বাতাস তাঁর কাছে বড় মধুময় মনে হল। একটা গাছের নীচে তাঞ্জাম রাখা হল। সঙ্গে রয়েছে বিস্তর পাইক-বরকন্দাজ এবং বাহকের দল। লালাবাবু তাঞ্জাম থেকে নেমে এলেন। গোটা পরিবেশটা তাঁর কাছে বড় মধুর বলে মনে হল। নদীর দিকে তাকিয়ে অলস মুহূর্তে তখন আত্মগত হয়ে আছেন। এমন সময় শুনলেন সেই পরম সত্য।

ওই নদীর তীরেই এক ভাঙা কুটিরের মধ্যে এক ধোপার কন্যা তার নিদ্রিত পিতাকে জাগাবার জন্য প্রতিদিনের মতোই বলে উঠলো, 'বেলা যে চলে যায়, বাসনায় আগুন দেবে না বাবা?' 'বাসনা' মানে শুকনো তারাগাছ, যাতে আগুন দিলে তা পুড়ে ছাই হত। সেই ছাই দিয়ে ধোপারা কাপড় পরিষ্কার করত। কিন্তু বৃদ্ধ লালাবাবু ধোপার মেয়ের ডাকে 'বেলা যায় যে' শুনে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হলেন। তার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হতে লাগল, সত্যিই তো তাঁর জীবন দীপ নিভে যেতে বসেছে, এখনো তো তার কামনা-বাসনার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়নি, কীভাবে তাহলে জীবনতরী পার হবেন তিনি, এদিকে যে বেলা যায় যায়! আজও তো তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা পেলেন না। আর কবে পাবেন? জীবন যে শেষ হয়ে এল? এতো কোনও সাধারণ কথা নয়। এ যেন মর্মভেদী বাণী।

বহুত্বের মধ্যে বাংলা ভাষা উজ্জ্বল

বিশেষ প্রতিবেদক

ভাষার প্রাণশক্তি বহুত্বেই নিহিত। ভাষা কেবলমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আসলে মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং আত্মপরিচয়ের আয়না। এক একটি ভাষা গড়ে ওঠে শত শত বছর ধরে, মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবেশগত বৈচিত্র্যের ছাপ নিয়ে। তাই ভাষার ভিতরেই লুকিয়ে থাকে একটি সমাজের আত্মা। কিন্তু এই ভাষার প্রাণশক্তি, তার প্রকৃত সৌন্দর্য ও সৃজনশীলতা টিকে থাকে তার বহুত্বে। ভাষা কখনও একরৈখিক হতে পারে না। প্রতিটি ভাষার মধ্যে থাকে উপভাষা, আঞ্চলিক শব্দ ভান্ডার, নানা ধরণের উচ্চারণভেদ, সাহিত্য ও সংগীতের ভিন্ন ধারাপ্রবাহ। এই বৈচিত্র্যই ভাষাকে জীবন্ত রাখে, তাকে পরিবর্তনশীল করে তোলে, এবং তাকে আগামীর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

কোনও ভাষা যদি একমুখী হয়ে যায়, অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে ব্যবহার হতে থাকে, তবে ধীরে ধীরে তার প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। ইতিহাসে আমরা দেখেছি, অনেক ভাষা একসময় শক্তিশালী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এক রকমীকরণের চাপ ও আধিপত্যবাদী নীতির কারণে তা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এর পেছনে মূল কারণ ছিল বহুত্বের প্রতি অবহেলা। যেখানে বৈচিত্র্য দমন করা হয়, সেখানে ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহও থেমে যায়। আবার উল্টোদিকে, যেসব ভাষা নানা আঞ্চলিক ভিন্নতাকে, নানা প্রজন্মের নতুন শব্দ ব্যবহারের ধারা কিংবা বিদেশি ভাষা থেকে ধার নেওয়া শব্দকে স্বাগত জানিয়েছে, সেই ভাষাগুলিটিকে থেকেছে যুগের পর যুগ।

বাংলা ভাষাকেই উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। বাংলার মূল ধারার পাশাপাশি আঞ্চলিক বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ রয়েছে; রাজবংশী, ঢাকাইয়া, সিলেটি, দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা বা উত্তরবঙ্গের কথ্য রূপ। এগুলো কেবল ভিন্ন উচ্চারণ নয়, বরং আলাদা জীবনধারার অভিব্যক্তি। যদি কেউ বলে শুধুমাত্র শুদ্ধ বাংলা টিকিয়ে রাখা যাবে এবং বাকিগুলোকে বাদ দিতে হবে, তাহলে তা বাংলা ভাষার বিপুল সম্পদ নষ্ট করার সমান হবে। একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আমরা শুদ্ধ ভাষার

বাংলা

পরিশীলন পাই, তেমনি লালনের বাউল গানে কিংবা লোককথায় আমরা পাই আঞ্চলিকতার টান। এই সবকিছু মিলিয়েই আসলে বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি গড়ে উঠেছে। বহুত্বের এই রসধারাই বাংলাকে আজও জীবন্ত রেখেছে।

ভাষার বৈচিত্র্য কেবল আঞ্চলিক ভিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রজন্মভেদেও এটি ধরা পড়ে। তরুণ প্রজন্ম যেভাবে ভাষাকে ব্যবহার করে, সেটি অনেক সময় প্রথাগত ব্যবহার থেকে ভিন্ন। অনেকে একে অবক্ষয় বা শুদ্ধতার অভাব বলে মনে করেন, কিন্তু বাস্তবে এটি ভাষার বিবর্তনের একটি অংশ। নতুন শব্দ, নতুন বাক্যগঠন, প্রযুক্তিগত প্রভাব; এসবই ভাষাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। যদি এগুলোকে দমন করা হয়, তবে ভাষা প্রজন্মের কাছে আকর্ষণ হারায়। তাই বৈচিত্র্যের প্রতি উদার মনোভাব রাখাটাই জরুরি।

এছাড়া অন্য ভাষার প্রভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোনও ভাষাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিটি ভাষাই অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করেছে। বাংলা ভাষা যেমন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি থেকে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করেছে। এগুলোকে বাদ দিলে আজকের বাংলা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বহুত্বের এই ধারাই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। একইভাবে ইংরেজি ভাষা আজ বিশ্বভাষায় পরিণত হয়েছে মূলত তার বৈচিত্র্য গ্রহণ করার ক্ষমতার জন্য। ভারতীয় ইংরেজি, আফ্রিকান ইংরেজি কিংবা আমেরিকান ইংরেজি; প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বহন করে। তাই কোনও ভাষাকে একক কাঠামোয় বেঁধে ফেলা মানেই তার প্রাণশক্তি নষ্ট করা।

ভাষার বৈচিত্র্য আসলে গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গেও যুক্ত। যেমন সমাজে নানা মত, নানা সংস্কৃতি, নানা পরিচয় থাকলেই গণতন্ত্র প্রাণবন্ত হয়, তেমনই ভাষায় নানা ধারা থাকলেই সেটি জীবন্ত থাকে। যদি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভাষা-ধারণা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা নিছক আধিপত্যবাদী প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায়। ভাষার প্রকৃত স্বরূপ তখন বিকৃত হয়। বহুত্বের প্রতি সম্মান জানানো মানে কেবল ভাষাকে রক্ষা করা নয়, বরং মানুষের আত্মপরিচয়কেও মর্যাদা দেওয়া।

আজকের দিনে বৈশ্বিকীকরণের ফলে একদিকে নানা ভাষার মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে, অন্যদিকে বহু ক্ষুদ্র ভাষা বিলুপ্তির মুখে পড়ছে। বিশেষত আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এ এক ভয়াবহ সংকট। কারণ একটি ভাষার মৃত্যু মানে শুধু কিছু শব্দ হারানো নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির অবলুপ্তি। তাই বহুত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ হলো ছোট ভাষাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। তাদের সাহিত্য, সংগীত, মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণ করা জরুরি। বৃহত্তর ভাষাগুলি যদি তাদের প্রভাব খাটিয়ে ছোট ভাষাগুলিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তবে বিশ্ব কেবল একরঙা হয়ে যাবে। বহুত্বই ভাষার প্রাণশক্তি, আর সেই বহুত্ব যদি নষ্ট হয়, তবে ভাষার আত্মাই ধ্বংস হবে।

একটি প্রবাদ আছে; একটি ভাষা হারালে মানবতার একটি দিগন্ত অন্ধকার হয়ে যায়। এই কথার মধ্যেই আসল সত্য লুকিয়ে আছে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, প্রতিটি আমাদের মানুষের চেতনার নতুন জানালা খুলে দেয়। কোনও একটি ভাষার ভিন্নতা অন্য ভাষাকে নতুন দৃষ্টিকোণ দেয়। আর এই সবকিছু মিলিয়েই মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। অতএব, ভাষার প্রাণশক্তি রক্ষার একমাত্র উপায় হলো বহুত্বকে মর্যাদা দেওয়া। আঞ্চলিক ভিন্নতাকে, প্রজন্মের নতুন ব্যবহারকে, বিদেশি প্রভাবকে এবং ক্ষুদ্র ভাষাগুলিকে সমানভাবে স্থান দিতে হবে। ভাষার প্রাণশক্তি কোনও কৃত্রিম নিয়মে নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার, গান, গল্প, লোকবিশ্বাস এবং প্রজন্মের কণ্ঠে বেঁচে থাকে।

'দৃষ্টিকোন'

সন্তোষ দত্ত

টানা চোদ্দো বছর ব্যাঙ্কে চাকরি করার পর হঠাৎ যেন বজ্রপাত..! ট্রান্সফার হয়ে ওড়িশায় যেতে হবে। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিতে দুবার ভাবেন নি! বাড়ির অন্যদের অমত থাকলও চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তে পাশে পেয়েছিলেন সহধর্মিণীকে। চাকরি করার সময় আইন নিয়ে পড়াশোনা করতেন, পরে তাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। বাঙালির হৃদয়ে জটায়ু

বলতে এক জনই, ফেলুদার গল্প পড়তে গিয়ে বা সিনেমা দেখার সময় সবার আগেই চোখে ভেসে ওঠে তাঁর মুখ, তিনি সন্তোষ দত্ত। কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' ছবি দিয়েই বাংলা সিনেমায় পথচলা শুরু। সিনেমা প্রেমিকের কাছে তিনি 'জটায়ু', একই মানুষ 'ওগো বধূ সুন্দরীর অবলাকান্ত চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে একটি লেজেন্ড পর্যায় নিয়ে গিয়েছেন..! ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসেবে আদালতে জেরা করতেন। অভিনেতা মনোজ মিত্র এক সাক্ষাৎকারে সন্তোষ দত্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসেবে আদালতে সওয়াল করতে দেখেছি তাঁকে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সন্তোষ দত্ত প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তুখোড় ইংরেজিতে একের পর এক প্রশ্নবাণে ধরাশায়ী করে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। দেখতে দেখতে গুলিয়ে যায়, এই লোকই সত্যজিৎ রায়ের ছবির সেই চরিত্র, যিনি একটা সঠিক ইংরেজি বলতে গিয়ে ১০ বার হোঁচট খেয়েও শেষমেশ অবধারিতভাবেই ভুল বলে। কিংবা প্রচণ্ড সিরিয়াস কন্ডিশনে দুরন্ত টাইমিংয়ে ফেলুদা আর তোপসের মাঝে জবুথবু হয়ে বসে হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে, উট কি কাঁটা বেছে খায়?' সন্তোষ দত্ত প্রয়াত হওয়ার পর ফেলুদা সিরিজের আর কোনও ছবি পরিচালনা করেননি সত্যজিৎ রায়ের মত কিংবদন্তি, আসল কারণ জটায়ু চরিত্রে অভিনেতা না পাওয়া। এর পর সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে জটায়ু বলতে এক জনই তিনি সন্তোষ দত্ত। শুন্ডিরাজা ও হাল্লারাজা পরস্পরবিরোধী এই দুই চরিত্রে সন্তোষ দত্ত অসাধারণ অভিনয় কেউ কোনদিন ভুলতে পারবেন? ভালো রাজার সহজ, সরল অভিব্যক্তি এবং খারাপ রাজার হিংস্র, কুটিল অভিব্যক্তি নিখুঁত অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে ছিলেন। অভিনয়ের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন, যা তিনি অত্যন্ত সহজাতভাবে করতে পারতেন, সেইজন্য তিনি জটায়ু। কট্টর মোহনবাগান সমর্থক।

জামালপুরে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প ও প্রতিবাদ মিছিল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ সেপ্টেম্বর ঃ এদিন জামালপুরের জৌগ্রাম ও আবুইঝাটি ১ অঞ্চলের ক্যাওটারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'পাড়ায় সমাধান' ক্যাম্প। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, দুই প্রধান মল্লিকা মন্ডল ও রমজান শা, দুই অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মন্ডল ও তরুণ কান্তি ঘোষ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন নেতৃবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের মানুষকে দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি, এলাকাবাসী তাদের প্রয়োজন ও দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব রাখেন। যারা এখনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাদের ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ক্যাম্পে যোগ দেন। অন্যদিকে, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর বিজেপি-শাসিত রাজ্যে আক্রমণ, ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র সরকারের আটকে রাখা এবং কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে জামালপুর ২ অঞ্চলে হুসুমপুর থেকে থানা মোড় পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খাঁন বলেন, বিজেপি হলো বাংলা ও বাঙালি বিরোধী। যারা বাংলার মানুষের কাজের টাকা আটকে রাখে, তাদের কখনও বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না। আজ মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ ভেঙে দেওয়া প্রমাণ করছে বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভয় পাচ্ছে। আগামী ২৬-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে।

২০২৫-এর আগস্ট মাসে একাধিক মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙাইগাঁওস্থিত ক্যারেজ ও ওয়াগন ওয়ার্কশপ ২০২৫-এর আগস্ট মাসে কর্মক্ষমতা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপন অব্যাহত রেখে চলেছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে, ওয়ার্কশপটি প্রথমবারের মতো ১০টি বিআরএন ওয়াগনকে ফিক্সড-হেড টাইপ থেকে ফোল্ডেবল-হেড টাইপে রূপান্তর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দ্বারা হাই-ক্যাপাসিটি ফ্ল্যাট ওয়াগনের উপলব্ধতা বৃদ্ধি করবে, যা ভারী এবং অতিমাত্রিক কনসাইনমেন্ট পরিবহনের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বাহিনীর লজিস্টিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে, ওয়ার্কশপটি এক মাসে ৪৯টি বিওএক্সএন ভ্যারিয়েন্ট ওয়াগনের রেকর্ড উপাদন করেছে, যেখানে দরজার উচ্চতা কম করা এবং ব্লক করার মতো স্বকীয় উদ্ভাবনী পরিবর্তনেরও অবদান রয়েছে। মাসে ১৪৯টি ওয়াগনের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন গত অর্থবছরের মাত্র ১২টি বিওএক্সএন ওয়াগনের গড় মাসিক উৎপাদনের তুলনায় অধিক। এই মাইলফলকটি মালবাহী ওয়াগনের উপলব্ধতা বৃদ্ধি করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা পূরণ করতে সহায়ক হবে।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at Dhanadhanya Auditorium, Kolkata on 04-09-2025 in connection with 'Celebration of Teachers' Day 2025'" **[Job No. KIT/RW/060 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-037/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : 03.09.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement in connection with VVIP Programme at Bodyguard lines Campus, alipore in the month of Sptember,2025 **[Job No: KIT/RW/058 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-140/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_896993_1 Bid Submission Closing : 13.09.2025 up to 03.00 PM**
3. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service in connection with VVIP Programme at Bodyguard lines Campus, alipore in the month of Sptember,2025 **[Job No: KIT/RW/059 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-141/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_897013_1 Bid Submission Closing : 13.09.2025 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

খাতড়া-১ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের আশার আলো সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৬৭ বি.কে. তারিখ-২৯.০১.২০১৬
গ্রাম-খাতড়া, পোস্ট-খাতড়া, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং (২৮৫/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫) দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি মলয় মল্লিক, উপসচিব পঞ্চায়েত সমিতি তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, খাতড়া-১ নং মহিলা স্বনির্ভর দল লসমূহের আশার আলো সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট
ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৮ (আট)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	খনা উপসংঘ	১ (এক)
২.	মিলন উপসংঘ	১ (এক)
৩.	রাধাকৃষ্ণ উপসংঘ	২ (দুই)
৪.	মহামায়া উপসংঘ	১ (এক)
৫.	জলডোবরা উপসংঘ	১ (এক)
৬.	মাতঙ্গিনী উপসংঘ	১ (এক)
৭.	জীবনপুর উপসংঘ	১ (এক)
৮.	অগ্নি উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্টঃ B) SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	নাদিরা সুলতানা (সভানেত্রী)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	নাদিরা সুলতানা (সভানেত্রী)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	নাদিরা সুলতানা (সভানেত্রী)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
খাতড়া-১ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের আশার আলো
সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

খাতড়া-২ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের ভগিনী নিবেদিতা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৬৬ বি.কে. তারিখ-২৯.০১.২০১৬
গ্রাম-খাতড়া, পোস্ট-খাতড়া, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৫৩/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-১৩.০৮.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি চয়নিকা সরকার, মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক, গণশিক্ষা সম্প্রড্ডসঞ্চরণ তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, খাতড়া-২ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের ভগিনী নিবেদিতা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট
ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৮ (আট)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	হারানগাড়া মা অন্নপূর্ণা উপসংঘ	১ (এক)
২.	দাঁড়শোল মা লক্ষী উপসংঘ	১ (এক)
৩.	আমাডোবা মা রঙ্কিনী উপসংঘ	১ (এক)
৪.	বনতিল্লা মা মনসা উপসংঘ	১ (এক)
৫.	কুরকুটিয়া মা অম্বিকা উপসংঘ	১ (এক)
৬.	তেঁতুলচিটা মা দূর্গা উপসংঘ	১ (এক)
৭.	দেবদুয়া মা সরস্বতী উপসংঘ	১ (এক)
৮.	কেচন্দা আদ্যাশক্তি মহামায়া উপসংঘ	২ (দুই)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্টঃ B) SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	চন্দনা সিংহ (কোষাধ্যক্ষ)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	চন্দনা সিংহ (কোষাধ্যক্ষ)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	চন্দনা সিংহ (কোষাধ্যক্ষ)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	খাতড়া গ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
খাতড়া-২ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের ভগিনী
নিবেদিতা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে পানা নদী

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ লাগাতার বৃষ্টি ভুটান পাহাড়ে। সমস্যা বেড়ে চলেছে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকায়। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে পানা নদী। আতঙ্কে রাধারানী এলাকার মানুষেরা। আলিপুরদুয়ার সহ অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকার। এই এলাকায় প্রায় ২৫ হাজার মানুষের বসবাস রয়েছে। তাঁরা স্কুল, কলেজ, অফিস সহ অন্যান্য কাজ করতে যান কালচিনি সহ আলিপুরদুয়ার এলাকায়। পানা নদীর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে তা আর হচ্ছে না। ভুটান পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি ও এলাকায় ভারী বর্ষণের ফলে ফুলেফেঁপে উঠেছে খরস্রোতা পানা নদী। নদীর দু'ধারে সকাল থেকে আটকে রয়েছেন বহু মানুষ। গাড়ির চালকেরা কেউ এক ঘন্টা, আবার দুই ঘন্টা অপেক্ষা করছেন নদীতে জল নামার জন্য। তবুও প্রাণের ঝুঁকি থেকেই যায়। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সগামী পানা নদীতে অর্ধেক অংশে সেতু নেই। আর এর ফলে প্রতি বছর বর্ষায় সমস্যায় পড়েন সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের প্রায় পঁচিশ হাজার বাসিন্দা। কেন না ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই খরস্রোতা পানা নদী ফুলেফেঁপে ওঠে তখন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় গেলেই দেখা যাচ্ছে, অনেক পড়ুয়া স্কুলে যেতে পারছে না। তারা নদীর তীরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাকরে অবশেষে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এই পানা নদীতে কবে সম্পূর্ণ সেতু হবে? এই প্রশ্ন এলাকাবাসীদেরমুখে। এই বিপদজনক চলাচল করতে তাঁদের ভয় হয়। কখন নদী কাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, তারা কেউ জানেন না।

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN - L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 22100875;
email: ttfltd@gmail.com; Website: www.ttfltd.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **39th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on Wednesday, 24thSeptember, 2025 at 11.00 A. M. At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.
The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 18.09.2025 to 24.09.2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025, to the Members of the Company.
The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.
All the Members are hereby informed that:
a) Remote e-voting will commence on 21.09.2025 at 9.00 A.M. and end on 23.09.2025 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 17.09.2025.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 39th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 17th September, 2025 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ttfltd@gmail.com or contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at www.ttfltd.co.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.
Notice of 39th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2025 are also available on the website of the Company, www.ttfltd.co.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

By order of the Board
For **Tribute Trading and Finance Limited**
Smita Jain
Company Secretary
Place: Kolkata
Date: 01.09.2025

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN - L65993WB1978PLC031793
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 033 2210 0875;
email : sarvottamfinvest@gmail.com ; Website: www.sarvottamfinvest.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the **46th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on Wednesday, 24th September, 2025 at 1.00 P. M. At the registered office of the Company at 3, Bentinck Street, 2nd Floor, Kolkata-700001, to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting.
The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 18.09.2025 to 24.09.2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.
The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025, to the Members of the Company.
The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.
All the Members are hereby informed that:
a) Remote e-voting will commence on 21.09.2025 at 9.00 A.M. and end on 23.09.2025 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cur off date for the purpose of remote e-voting is on 17.09.2025.
d) Any person who acquire shares and become Member and dispatch of the Notice of the 46th Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date of 17th September, 2025 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at absconsultant99@gmail.com.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or sarvottamfinvest@gmail.comor contact at the Registered Office of the Company.

The results of the e-voting shall be declared on or after the AGM and the results declared along with the Scrutinizers Report shall be placed on the website of the Company at www.sarvottamfinvest.inand on the CDSL's website at www.evotingindia.com.
Notice of 46th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2025 are also available on the website of the Company, www.sarvottamfinvest.in and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

By order of the Board
For **SarvottamFinvest Limited**
Priyanka Mundhara
Company Secretary
Place: Kolkata
Date: 01.09.2025

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/127/055/25-26/PARK (1st call)
Name of work : **Providing durma and labour at different immersion ghats of Br.-XIV (Ward Nos. 121, 127 and 128) for year 2025**. Work Value : **Rs. 1,59,855.73**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date of submission of bid : **13.09.2025** up to **11 a.m**. Tender will be opened on : **15.09.2025 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **04.09.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE-III/014/31/25-26 (1st call)
Name of work : **Repairing of sewer at 34C, 3/1/1, Satcowrie Mitra Lane and other surrounding areas in Ward No.-14 damaged by W.S. Deptt**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,86,697.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **08.09.2025** up to **12 noon**. Date and time of opening of tender : **10.09.2025** on or after **12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **30.08.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/IX/078/051/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passage near 35A, 36, 37, Ekbalpore Lane, 13, Mayurbhanj Road and etc in Ward No.-78**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,57,069.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **13.09.2025 - 12 noon**. Tender will be opened on : **15.09.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/018/2025-2026/UTTARAN
Name of the work : **Resectioning of uttaran asphaltum road surface after lowering the existing surfaces at 241, APC Road and adjacent area in Ward No.-12**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,81,191.61**. Earnest Money: **Rs. 7,650.00**. Period of Completion: **20 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/015/2025-2026
Name of the work : **Maintenance of different type and size of PIT cover, GP cover at different places in Ward No.-10 under Br-II**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 1,99,598.22**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **35 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/27/2025-2026
Name of the work : **Restoration and repairing of paver block, IP surface at Ram Chand Nandy Lane, Masjid Bari Street, Durga Charan Mitra and others disturbed by P.U. Agency and Natural Wear Tear in Ward No.-17**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,07,905.35**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **13.09.2025** up to **11 a.m**. (for sl. no. 1 to 3). Bid will be opened on : **15.09.2025** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :
1. NIT No. : EEC/BX/081/001/2025-2026
Name of work : **Maintenance of asphaltum road near 4 D.P.S. Road etc, New Alipore, in Ward-081, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs. 2,28,278.96**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Time of Completion: **120 Days**.
2. NIT No. : EEC/BX/081/006/2025-2026
Name of work : **Rest. of IPS footpath Dist. by W/S Deptt. near 733/A, 725, 718/1, BL-P Ustad Amir Khan Sarani etc in Ward-081, Br-X**. Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs. 2,89,241.24**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Time of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **11.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid : **13.09.2025** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/XIII/122/31/25-26 (1st call)
Name of work : **Maintenance of UG sewer line at Banamali Mukherjee Bye Lane near Pr.No. 338, 29A etc in Ward No.-122, Br-XIII**. Work Value : **Rs. 2,95,814.55**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **28 Days**. Last date of submission of bid : **10.09.2025** up to **11 a.m.** Tender will be opened on : **12.09.2025 (11 a.m.)**.
2. NIT No. : KMC/XIII/115/24/25-26 (1st call)
Name of work : **Maint. of different places of roads/passages near Pre. No. 125/B, 5/4, T.M.G. Rd., 143, J.N.U. Rd., 3/13, 20, B.P. Rd., 3/131, P.T. Rd., 363, M.G. Rd., 2/3, Vivekananda Park, 124, C.V. Rd., 82/1/A, N.P. Rd., etc in Wd. No.-115**. Work Value : **Rs. 4,84,091.10**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date of submission of bid : **13.09.2025** up to **11 a.m.** Tender will be opened on : **15.09.2025 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/143/030/25-26
Name of work : **Improvement of road by laying hot-mix at Arabindanagar-1 Bye Lane near Pre. No.-41/7 in Ward No.-143**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,576.26**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/123/022/25-26/UTTARAN
Name of work : **Development of C.C. Road by providing eucaluptus bullah piling at slum area of Bhuban Mohan Roy Road near Pre. No.-7/1 in Ward No.-123**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,82,206.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/123/017/25-26/UTTARAN
Name of work : **Const. of U/G sewer at slum area of Santosh Roy Road near Pre. No.-10/1B in Ward No.-123**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,80,571.77**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/123/026/25-26
Name of work : **Development of C.C. Road at Kailash Ghosh Road near Pre. No.-379/1 in Ward No.-123**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,63,036.90**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4). The tender will be opened on: **15.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 4).
5. NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/142/046/25-26
Name of work : **Dev. of C.C. Road at Jiyadergote near H/O-Sunil Gayen in Ward No.-142**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,221.47**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/027/25-26
Name of work : **Const. of U/G sewer including restoration of road at Kalipada Mukherjee Road near Pre. No.-86A in Ward No.-123**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,95,082.60**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **15.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 5 & 6). The tender will be opened on: **17.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) / **04.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 to 4) and **06.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 5 & 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/020/25-26/R
Name of work : **Maintenance of road side park near 7 Central Road, in WD. No.-103**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 1,95,915.68**. Earnest Money: **Rs. 3,950.00**. Time of Completion: **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/BR-XI/110/027/25-26/R
Name of work : **Deployment of contractual labour at different immersion ghats, in Ward No.-110, Br.-XI**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 1,74,293.68**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Time of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.09.2025** up to **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **15.09.2025** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EEC/BR-XI/110/023/2025-26/R/BUSTEE
Name of work : **Maint. of sanitary latrines at different places viz Briji East & West (bustee area) in WD No.-110**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,49,614.31**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/Br-XI/110/011/2025-26/R
Name of work : **Imp. of C.C Road at L Block vamp in B.P. Township in Ward No.-110, Br-XI**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,71,459.91**. Earnest Money: **Rs. 3,500.00**. Period of Completion: 3**0 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 3 & 4). The tender will be opened on: **12.09.2025** (for sl. no. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **04.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2) and **02.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 3 & 4). The website **https://etender.nic.in** (for sl. no. 1 & 2) and **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 3 & 4).

993/25-26

জিনস হোক বা শাড়ি, পুজোর দিনগুলিতে নাকে থাক এই ৭ নথ

পুজো মানে দেদার সাজগোজ। তালিকায় থাকতে পারে জিনস-টপ থেকে শাড়ি সবকিছুই। সময়ের অভাবে বছরের আর পাঁচটা দিন পোশাকের সঙ্গে মানানসই গয়নাগাটি পরা হয় না। কিন্তু পুজোর পাঁচদিন পোশাকের সঙ্গে গয়নাগাটি আবশ্যক। এবার পুজোর স্টাইলে ইন নথ। কোন পোশাকের সঙ্গে কোন ধরনের গয়না পরবেন, কেনাকাটির আগে চলুন তা জেনে নেওয়া যাক। সোনার নথ- পুজোয় বেশিরভাগ মহিলা সাবেকি সাজগোজ পছন্দ করেন। পরনে পাটভাঙা শাড়ির সঙ্গে নাকছাবি না হলে চলে নাকি? তাই ট্র্যাডিশনাল শাড়ির সঙ্গে সোনার নথ বেছে নিতে পারেন। অষ্টমীর অঞ্জলিতে এই সাজ আপনাকে সকলের থেকে আলাদা করে তুলবে, সে বিষয়ে কোনও সংঃদহ নেই।অক্সিডাইজড রুপোর নাকছাবি- সোনার দাম হু হু করে বাড়ছে। মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে হলুদ ধাতু। আধুনিক তরুণীর মন কাড়ছে রুপো। বলিউড অভিনেত্রীর মতো অক্সিডাইজড রুপোর নাকছাবি হতে পারে আপনার পুজোর সাজের ইউএসপি। শাড়ি হোক কিংবা কুর্তি বা টপ-জিনসের সঙ্গে এই ধরনের নাকছাবি মানায়। তাই এবার পুজোর শপিং ব্যাগে এই ধরনের নথ না থাকলে চলবে না।

Name Change

I, Obaidullah Mondal (Old Name) S/O– Awal Hossain Mondal resident of Shyamnagar Paschimpara , Shyamnagar , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Obaidullah Mondal to Abu Obaidullah Mondal and henceforth I shall be known as Abu Obaidullah Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My name Abu Obaidullah Mondal & Obaidullah Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Jiyaur Rahaman (Old Name) S/O- Abdur Rajjak resident of Vill- Baligram , Po & Ps- Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Jiyaur Rahaman to Jiaur Rahman and henceforth my name shall be known as Jiaur Rahman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My Jiaur Rahman & Jiyaur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Bishwajit Biswas (Old Name) S/O– Bijoy Kumar Biswas resident of Vill-Dighalkandi, Po-Dighalkandi, Ps-Murutia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Bishwajit Biswas to Biswajit Biswas and henceforth I shall be known as Biswajit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Tehatta court on 01/09/2025. My name Biswajit Biswas & Bishwajit Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Manwar Hossain (Old Name) S/O- Nadir Hossain resident of Vill- Barua Uttarpara , Po- Barua, Ps- Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Manwar Hossain to Manowar Hossain and henceforth I shall be known as Manowar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My Manowar Hossain & Manwar Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kasem (Old Name) S/O- Sahrab Sekh resident of Vill- Mohugram Pachimpara , Po- Labpur, Ps- Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Kasem to Abul Kasem Sekh and henceforth I name shall be known as Abul Kasem Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My name Abul Kasem Sekh & Abdul Kasem both are same and one identical person.

Name Change

I, Golbadan Bibi (Old Name) W/O- Sk Golam Kibriya resident of Parbatipur , Purandarpur, Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Golbadan Bibi to Morjina Bibi and henceforth my name shall be known as Morjina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My Morjina Bibi & Golbadan Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Emanuddin Mandal (Old Name) S/O–Md Karim Baksa Mandal resident of Vill-Baikara, Po-Haripukuria, Ps-Haringhata, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Md Emanuddin Mandal to Emanuddin Mandal and henceforth I shall be known as Emanuddin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025.My name Emanuddin Mandal & Md Emanuddin Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Najera (Old Name) W/O- Abdur Rajjak resident of Vill- Baligram , Po- Lalgola, Ps- Lalgola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Najera to Najera Bibi and henceforth I name shall be known as Najera Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My Najera Bibi & Najera both are same and one identical person.

Name Change

I, Hafija Bibi (Old Name) W/O- Amirul Islam resident of Vill & Po- Kashipur, Ps- Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Hafija Bibi to Hafija Khatun Bibi and henceforth my husband's name shall be known as Hafija Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My husband's name Hafija Khatun Bibi & Hafija Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Sabina Yeasmin (Old Name) W/O– Emanuddin Mondal resident of Vill-Baikara, Po-Haripukuria, Ps-Haringhata, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741257 do hereby declared that I have changed my name from Sabina Yeasmin to Sabina Yeasmin Mondal and henceforth I shall be known as Sabina Yeasmin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My name Sabina Yeasmin Mondal & Sabina Yeasmin both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mainuddin (Old name) S/o-Nejamuddin Sekh, Resident at, Vill-Chhirampur, Po-Fatekhani, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732206 West Bengal, I have changed my name Md Mainuddin Sekh (New name) I shall be known as Md Mainuddin Sekh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/09/2025 Md Mainuddin Sekh and Md Mainuddin same and one identical person.

Name Change

I,Sadikura Rahamana (Old name) S/o-Badsha Seikh, Resident at, Vill-Naspara, Po-South Kadamtala, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732216 West Bengal, I have changed my name Sadikur Rahaman (New name) I shall be known as Sadikur Rahamanvide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/09/2025 Sadikur Rahaman and Sadikura Rahamana same and one identical person.

Name Change

I, Mst Suktara Khatun (Old name) W/o-Md Sakimuddin Sk, Resident at, Vill-Chhirampur, Po-Fatekhani, Ps-Kaliachak,Dist-Malda,732206West Bengal, I have changed my name Suktara Khatun (New name) I shall be known as Suktara Khatun vide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/09/2025 Mst Suktara Khatun and Suktara Khatun same and one identical person.

Name Change

I, Badasu Rahamana (Old name) S/o-Karim Baksa Sekh, Resident at, Vill-Naspara, Po-South Kadamtala, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, 732216 West Bengal, I have changed my name Badsha Seikh (New name) I shall be known as Badsha Seikh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/09/2025 Badasu Rahamana and Badsha Seikh same and one identical person.

Name Change

I,Md Rabiul Islam (Old name) S/o-Abubakkar Sk, Resident at, Vill-Gopalnagar, Po-Jaru, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, 74225West Bengal, I have changed my name Rabiul Islam (New name) I shall be known as Rabiul Islam vide affidavit before the Notry at Berhampore on 01/09/2025 Md Rabiul Islam and Rabiul Islam same and one identical person.

Name Change

I, MONISHA DAS (OLD NAME) ,D/O LATE BINOY DAS, RESIDING AT BADRA SUKANTA SARANI,VTC - DUMDUM (M), P. O. - ITALGACHA , N. 24 Pgs . - 700079 ,W. B. ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANISHA DAS (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 01/09/2025 MANISHA DAS (NEW NAME) AND, MONISHA DAS (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, KHURSHIDA (OLD NAME) ,W/O LATE MD SAMAD , RESIDING AT 12E/1A , TOPSIA FIRST LANE , KOLKATA - 700039 ,W. B. ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHURSHIDA BEGUM (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 01/09/2025 KHURSHIDA BEGUM (NEW NAME) AND, KHURSHIDA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MADHU SUDAN CHAKRABORTY (OLD NAME) ,S/O LATE SATTAM BAR CHAKRABORTTY , RESIDING 15,TRINATH PALLY BIDHANBAGAR (M) , NOWBHANGA , N.24.Pgs.PIN - 700105,W.B. ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUSUDAN CHAKRABORTTY (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 01/09/2025 MADHUSUDAN CHAKRABORTTY (NEW NAME) AND,MADHU SUDAN CHAKRABORTY (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Anil Kumar Kishorepuria S/o Raj Kumar Kishorepuria, residing 3, Hungerford Street, PS-Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anil Kishorepuria as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/09/2025. Anil Kumar Kishorepuria and Anil Kishorepuria both are same and one identical person.

Name Change

I, Adrija Tapaskumar Sinha (Old Name) D/o Tapaskumar Sinha Residing at BG-65, BG Block, Sector -2, Salt Lake, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Adrija Sinha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-09-2025. Adrija Tapaskumar Sinha (Old Name) and Adrija Sinha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

¸I, Shymali Hazra (Old Name) W/o Lakshmi Kanta Hazra Residing at 9/1, Akshay Chakrabarty Lane, District - Howrah, Pin - 711104, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Shyamali Hazra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-09-2025. Shymali Hazra (Old Name) and Shyamali Hazra (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rajesh Agarwal (Old Name) S/o Ram Pratap Agarwal Residing at Forum Pravesh, 212, Girish Ghosh Road, Rangoli Mall, Bally (M), District-Howrah, Pin - 711202, India have Changed my name and shall henceforth be known as Rajesh Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 45/2025 Dated 01-09-2025. Rajesh Agarwal (Old Name) and Rajesh Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Julmat Ali Molla (Old Name) S/o Tafijuddin Molla Residing at Uttar Madhabpur, Madhabpur, District- South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Julmat Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 46/2025 Dated 01-09-2025. Julmat Ali Molla (Old Name) and Julmat Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sahina Parvin (Old Name) W/o Nasiruddin Molla Residing at Jangalpur, Vtc+P.o - Jangalpur, District-North 24 Parganas, Pin - 743438, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sahina Parveen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2025 Dated 01-09-2025. Sahina Parvin (Old Name) and Sahina Parveen (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Jubber Sekh (পুরাতন নাম) পিতা Nabi Sekh ঠিকানা Dey Para, Vtc - Bishnupur, P.o - Nadia Bishnupur, District - Nadia, Pin - 741103, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jubbar Sekh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jubbar Sekh (নতুন নাম) ও Jubber Sekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Anchar Dhabak (পুরাতন নাম) পিতা Munchhur Dhabak ঠিকানা barachupria, Chupria, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anchhar Ali Dhabak (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anchhar Ali Dhabak (নতুন নাম) ও Anchar Dhabak (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৭২০৯ডব্লু১৯৭১পিএলসি০২৮০১৫

রেজি. অফিসঃ দ২০বি, দ্বিতীয় তল, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, টেলিফোনঃ (০৩৩)-৭৯৬৬০৪৫৮

ইমেলঃ bansalramesh@hotmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.indianbasemetals.com

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩.০০ টায় (''আইএসটি'') ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, যা এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অনুসারে পরিচালিত হবে, যাতে ৫৪তম এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।

প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মেনে, কোম্পানি ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) www.evotingindia.com এও পাওয়া যাবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ প্রেরণ ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

বই বন্ধকরণঃ

আইনের ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিংঃ

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার আগে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময়কালে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় লেনদেনের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি সিডিএসএলকে নিয়োগ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের অংশ হিসাবে তৈরি নোটগুলিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) পরবর্তী সময়কালে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ থাকবে

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০টায়।**
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সমাপ্তি	**বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায়।**

এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে।

খ) শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের শেয়ারের অনুপাতে হবে, যা কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রযোজ্য হবে। রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও সভার সময় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবলমাত্র তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন,

গ) যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে bansalramesh@hotmail.com ঠিকানায় কোম্পানিকে অনুরোধ পাঠাতে পারেন এবং তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত,

ঘ) যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাব(গুলি) তে ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, তবে পুনরায় এই ধরণের প্রস্তাব(গুলি) তে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না,

ঙ) যেসব সদস্যের ডিম্যাট আকারে শেয়ার আছে এবং তাদের ইমেল এবং কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যেসব সদস্যের কোম্পানির শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং তাদের ইমেল এবং কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিপত্র সহ ফর্ম আইএসআর-১ নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭-এ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অথবা (নাম এবং ফোলিও নম্বর সহ) nichetechpl@nichetechpl.com ইমেল ঠিকানায় ইমেল করুন। উক্ত ফর্মটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com অথবা আরটিএ-এর ওয়েবসাইট www.nichetechpl.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে,

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ই-মেইল লিখতে পারেন অথবা ১৮০০ ২১০৯৯১১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিপোজিটরি অর্থাৎ সিডিএসএল এবং এনএসডিএল-এর মাধ্যমে লগইন সম্পর্কিত যেকোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য হেল্পডেস্কঃ

লগইন টাইপ	হেল্পডেস্কের বিস্তারিত
সিডিএসএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা	লগইনে যেকোনো কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করে সিডিএসএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
এনএসডিএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা	লগইনে যেকোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে এনএসডিএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২-৪৮৮৬ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন।

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
রমেশ বানসল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার
ডিআইএনঃ ০০৪২০৫৮৯

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস ঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, পি.এস. শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭।
টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪০৬৬৮০৭২,
ই-মেইলঃ **foundryfuel@gmail.com**, ওয়েবসাইট ঃ **www.foundryfuel.co.in**
CIN:-L50500WB1964PLC026053

৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৬১তমএজিএম) বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৩৩০ মিনিটে ভিডিওকনফারেন্সিং (ভিসি) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায় (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ১৩ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসরণ করেকর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) দ্বারা জারি করা ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার(এরপরে সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), কোম্পানিগুলিকেভিডিও কনফারেন্স বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায় (ভিসিওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথবা ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর আগে, কোনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই ধরনের অংশগ্রহণের বিস্তারিত নির্দেশাবলীসভা আহ্বানের বার্ষিক সাধারণ সভায় দেওয়া হয়েছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে।

৬১তম বার্ষিক সাধারণ সাধারণ সাধারণ সভায় (AGM) নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি২০২৪-২০২৫ ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.foundryfuel.co.in** এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com-**এও পাওয়া যাবে।এছাড়াও, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারেভারতীয় বোর্ড (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিকপ্রতিবেদন ২০২৪-২৫-এর ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি আজ সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবেঃ http:foundryfuel.co.inpdfannualreport2024-25foundryfuel.pdfhttp:foundryfuel.co.in-pdfnoticeofAGM202425foundryfuel.pdfSEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশপ্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪৪ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, কোম্পানিটি কোম্পানির সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে যাদের শেয়ার ভৌতভাবে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে কেন্দ্রীয় আমানত পরিষেবা দ্বারা প্রদত্তবার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট প্রদানের জন্য। (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের উপর। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

১. সদস্যরা ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (VCOAVM) অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যা CDSL ই-ভোটিং সিস্টেম দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা। শেয়ারহোল্ডাররা https:www.evotingindia.com ওয়েবসাইটে রিমোট ই-ভোটিং শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডারসদস্য লগইনের মাধ্যমে একই তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারবেন। VCOAVM এর লিঙ্কটি শেয়ারহোল্ডারসদস্য লগইনে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির EVSN প্রদর্শিত হবে।

২. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ১০,০০ টা IST) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫,০০ টা IST) পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর থেকে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ভোটদানের অনুমতি দেওয়া হবে না। ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশনাগুলি দেওয়া হয়েছে।

৩. কাট-অফ তারিখঃ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

৪. নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণকারী এবং কোম্পানির সদস্যপদ লাভকারী এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তি, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস (আরটিএ)-কে **nichetechplnichetechpl.com** ঠিকানায় অথবা কোম্পানির ঠিকানায়foundryfuel@gmail.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এর সাথে ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে সেই সদস্য তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা ভিসির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন, তবে পুনরায় তাদেরভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং ভিসির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৬. যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে থাকা শেয়ার এবং ভৌত আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম তলা, রুম, নং ৭এ এবং ৭বি, ৩এ, অকল্যান্ড রোড, এলগিন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭-এ লিখিতভাবে নিবন্ধন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানি আরটিএ (ভৌত আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে) এবং তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে) সাথে তাদের প্যান আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে 'কাট-অফ ডেট' অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভায় ' ই-ভোটিং' এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

৮. বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **(www.foundryfuel.co.in)** এবং **www.cdslindia.com www.evotingindia.com**, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে।

৯. কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং উভয়ই যাচাই-বাছাই করার জন্য 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে শ্রী দেবেন্দ্র রাউত, প্র্যাকটিসিং কোম্পানির সচিবকে নিযুক্ত করেছে।

১০. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে CDSL: মিঃ মলয় বিশ্বাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কলকাতার সাথে ফোন (০৩৩)২২৮২-১৩৭৫১৮০০-২০০-৫৫৩৩ অথবা ই-মেইলঃ **"helpdesk.evoting@cdslindia.com"** অথবা **moloyb@cdslindia.com**-এ যোগাযোগ করুন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ১০ এর সাথে পঠিত এবং সেবি (তালিকাভুক্তি দায়বদ্ধতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৪২ অনুসারে, আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-(নিকেশ ওসওয়াল)
পরিচালক
ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১.০৯.২০২৫

সুপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের নবজাগরণ সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৭৭ বি.কে. তারিখ-২১.০১.২০১৬
গ্রাম-সুপুর, পোস্ট-সুপুর, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ২৮৬/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি সৌরভ চক্রবর্তী, শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, সুপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের নবজাগরণ সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট

(ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ১১ (এগারো)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	ভারডিহা উপসংঘ	১ (এক)
২.	বড়াগড় জয় মাতাজি উপসংঘ	১ (এক)
৩.	দুবরাজপুর সরস্বতী উপসংঘ	১ (এক)
৪.	কানকাটা কালীমাতা উপসংঘ	১ (এক)
৫.	মুড়াগ্রাম মাদার টেরেজা উপসংঘ	১ (এক)
৬.	রাধামোহনপুর জীবনস্মৃতি উপসংঘ	২ (দুই)
৭.	রাইডি ত্রিপল্লী উপসংঘ	১ (এক)
৮.	ঘাসকলা আমরা কজন উপসংঘ	১ (এক)
৯.	সুপুর দক্ষিণ উপসংঘ	১ (এক)
১০.	সুপুর উত্তর উপসংঘ	১ (এক)
১১.	ধড়রামৌলী মারাংবুরু উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	সরস্বতী ঘোষ (সহসভানেত্রী)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সরস্বতী ঘোষ (সহসভানেত্রী)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	সরস্বতী ঘোষ (সহসভানেত্রী)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সুপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের নবজাগরণ সংঘ
প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

ধানাড়া মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের রিলৌমালা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৪৭ বি.কে. তারিখ-৩০.০৬.২০১৬
গ্রাম-বেনা, পোস্ট-চাকা, ব্লক-খাতড়া, জেলা-বাঁকুড়া

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

Deputy Project Director, Credit of Bankura DMMU/DRDC তথা বাঁকুড়া জেলার DMMU/DRDC-র অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বহুমুখী মহিলাসংঘ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ২৮৭/ডি.আর.ডি.সি./বি.এন.কে. তারিখ-২৫.০২.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি রজত বাগ, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ধানাড়া মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের রিলৌমালা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, উক্ত সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮.১১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখির সূচি অনুযায়ী সংঘটিত হবে। উক্ত সূচী অনুযায়ী সমিতির সমস্ত প্রতিনিধি সদস্যাগণকে উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।

পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের নির্ঘন্ট

(ক) নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা ৯ (নয়)

নির্বাচন কেন্দ্রের ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের এলাকা	পরিচালকের সংখ্যা যা নির্বাচিত হবে
১.	আড়কামা সরস্বতী উপসংঘ	১ (এক)
২.	ধানাড়া সরোজনী উপসংঘ	১ (এক)
৩.	হাজামডিহি কালিমাতা উপসংঘ	১ (এক)
৪.	চাকা জগদ্ধাত্রী উপসংঘ	১ (এক)
৫.	বেনা মহাপ্রভু উপসংঘ	১ (এক)
৬.	সিন্দুরপেটি সাগেন সাকাম উপসংঘ	১ (এক)
৭.	খয়েরবনী মা মনসা উপসংঘ	১ (এক)
৮.	কাশিপুর মা মনসা উপসংঘ	১ (এক)
৯.	ডুমুরিয়া মা দূর্গা উপসংঘ	১ (এক)

খ) নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রমিক সং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	রিক্তামন্ডল (কোষাধ্যক্ষ)
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	রিক্তামন্ডল (কোষাধ্যক্ষ)
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	রিক্তামন্ডল (কোষাধ্যক্ষ)
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১টা থেকে ৪টে	A.R.O
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	A.R.O
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	A.R.O
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	বি.ডি.ও অফিস, খাতড়া	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	A.R.O
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার পর	A.R.O
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা	A.R.O
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে)	০৮.১১.২০২৫	ধানাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	Polling Party Appointed
১৩.	ভোট গণনা	০৮.১১.২০২৫	ধানাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	Polling Party Appointed
১৪.	ফল ঘোষণা	০৮.১১.২০২৫	ধানাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	A.R.O

নির্বাচনী নিয়মাবলী

ক) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুনঃ u/s 32(2), (5) with Provisio, (6) (a), (b), (7) and (8). u/s 134 c, (10) (a), (b) and (12) (c) of W.B.C.S. Act, 2006 as amended up to date, Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

বিঃদ্রঃ ● ভোটদানকালে প্রত্যেক প্রতিনিধি সদস্যাকে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত যেকোন সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যই আনিতে হইবে। ● নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে হইবে।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ধানাড়া মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের রিলৌমালা সংঘ
প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ

নিয়ম ভেঙে বিনামূল্যে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা পেতে বিক্ষোভে সামিল ফরাক্কার কয়েকশো গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর ঃ এ যেন মামার বাড়ির আবদার। বিনামূল্যে ২৪ ঘন্টা দিতে হবে বিদ্যুৎ পরিষেবা। আর তা না দেওয়ায় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল আঁধুয়া গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসী। সোমবার সকাল থেকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা। এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সিআইএসএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে হবে তাদের। এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ না লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ততক্ষণ তারা বিক্ষোভ- অবরোধ চালিয়ে যাবেন। বর্তমানে ২১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৮৬ সালে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানে বর্তমানে ছ'টি ইউনিট চালু রয়েছে। আঁধুয়া গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দা দাবি করেন, প্রায় ৩৫-৪০ বছর আগে যখন এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় সেই সময় তাদের পরিবারের সদস্যরা

জমি দান করেছিল। তাদের দাবি, সেই সময় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আজীবন তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামে ভালো রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সামিরুল শেখ নামে ওই গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন,' কয়েক মাস আগেও আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ পেতে কোনও সমস্যা হয়নি। গ্রামের কিছু বাড়িতে বিদ্যুতের মিটারের লাইন ঢোকার পর থেকে এখন আমাদের বাড়িতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। প্রায় প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত বেশিরভাগ বাড়ি বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকছে। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করতে প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে।' তিনি দাবি করেন, 'এনটিপিসি কর্তৃপক্ষকে আমাদের ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। কারণ তারা আমাদের পৈতৃক জমিতেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করেছে।' একই দাবি করে খুরশিদা বিবি নামে বিক্ষোভরত এক মহিলার। তিনি বলেন, 'এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের জমি বাড়ি সব দিয়েছি। তাও কেন এনটিপিসি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে না ? এতদিন ধরে আমরা বিনামূল্যেই তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ পেয়ে এসেছি।' যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ কোনওদিনই আঁধুয়া গ্রামের কোনও বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেয়নি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আশেপাশের এলাকা আলোকিত করার জন্য তারা রাস্তার ধারে বহু বিদ্যুতের খুঁটি পুঁতে সেখানে পথবাতি লাগিয়ে দিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে, আঁধুয়া গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা এতদিন পথবাতির জন্য লাগানো বিদ্যুতের তার থেকে হুকিং করে নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে এসি, ফ্রিজ সহ বিভিন্ন জিনিস চালিয়ে এসেছেন। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে, রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া এবং মিটার লাগানোর কাজ করতে গেলে এক শ্রেণীর গ্রামবাসী তাদের বাধা দিচ্ছেন। ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আইএনটিইউসি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সোমেন পাণ্ডে বলেন, 'আইনত এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ কোনও বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতেই পারে না এবং এতদিন তারা এখানে সেটা দেয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি থাকার জন্য তারা এলাকায় বহু জায়গায় পথবাতি বসিয়ে দিয়েছিল এবং সেই বিদ্যুতের লাইনে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো।' তিনি জানান, 'বহু গ্রামবাসী ওই বিদ্যুতের তার থেকে বেআইনিভাবে হুকিং করে নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে হাইভোল্টেজের বিভিন্ন মেশিন বাড়িতে বসিয়েছে।' এর ফলে প্রায় ৫০০ মিটার লম্বা ওই গ্রামের উত্তর দিকের বাসিন্দারা তাদের বাড়িতে বিদ্যুতের ভোল্টেজ পেলেও দক্ষিণ অংশের লোকেরা 'লো ভোল্টেজ' সমস্যায় ভুগছেন।' তিনি জানান, 'এই সমস্যা দূর করার জন্য এবং ওই গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ওই গ্রামে পাকা রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যুতের খুঁটি বসিয়ে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ তা ডব্লিউবিএসইডিসিএল- কে হস্তান্তর করেছে। হুকিং করে বাড়িতে বিদ্যুৎ নিতে অভ্যস্ত কিছু লোক এখন বাড়িতে মিটার বসিয়ে টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ কিনতে ইচ্ছুক নন। তারাই এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।' যদিও ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই বিষয় কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত পাচারকারীর নাম দোলচান সিং। তিনি হাতিঘিসার চিয়ারুজোটের বাসিন্দা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার রাতে দোলচান সিং সাইকেলে করে বাগডোগরা যাচ্ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ কিরণ চন্দ্র চা বাগান সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ের পাশে তাকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ১০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরে মাদক পাচারের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

খোলা জিইএম টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ : ২৬/০৮/২০২৫। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.gem.gov.in লিঙ্কের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের অফারগুলি শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট→ **লগইন**-এ অ্যাক্সেস করে ইলেকট্রনিকভাবে জমা দেওয়া যেতে পারে। বিক্রেতারা নির্দিষ্ট টেন্ডার বা সম্পর্কিত তথ্য সমন্ধে স্পষ্টীকরণ পেতে, যদি থাকে, নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এম-I I / সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, মোবাইল নং. ৯১৬৩৩৪০৭২৪। **অফিসের ঠিকানা:** পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **ক্রম. নং. : [১]। টেন্ডার নং./জিইএম বিআইডি নং.: জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৯২৯৭৪।** আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৩.৩ কেভি থেকে ৩৩ কেভি সহ এবং পর্যন্ত কার্যকরী ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ২) (কিউ৩) অনুযায়ী, ১.১ কেভি পর্যন্ত এবং সহ কার্যকরী ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ১) (কিউ২) অনুযায়ী (i) ৩.৩ কেভি থেকে ৩৩ কেভি সহ এবং পর্যন্ত কার্যকরী ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ২) (২০৫০০ মিটার) অনুসারে, (ii) ১.১ কেভি সহ এবং পর্যন্ত কার্যকরী ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ১) (২০০০ মিটার) অনুসারে, (iii) ৩.৩ কেভি থেকে ৩৩ কেভি সহ এবং পর্যন্ত কার্যকরী ভোল্টেজের জন্য এক্সএলপিই কেবল আইএস ৭০৯৮ (পার্ট ২) (৯০০ মিটার) অনুসারে। জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৫/বি/৬৫৯২৯৭৪ তারিখ : ২৬-০৮-২০২৫ অনুসারে। **পরিমাণ : ২৩৪০০.০০ মিটার। বায়না মূল্য জমা (রুপি): ₹ ৭১১৫৮০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি): ২০.০৯.২০২৫ তারিখে ১৩:৩০:০০ টায়।**

PR1/193 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/সিআরজে

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/০৮/৩, তারিখঃ ২৮.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-০৯-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/ডব্লুএসপি/খড়গপুর ওয়ার্কশপের অধীনে খড়গপুর ওয়ার্কশপে কোচিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইলেক্ট্রিক শপের পরিকাঠামোগত সুবিধাবলীর উন্নতিকরণ ও প্রবর্ধন **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫,৮৮,৫৪,৩৩৯.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৪৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ০৯.১০.২০২৫। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **বিড শুরুর তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৫ থেকে ০৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহনের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-577)

বিজ্ঞপ্তি

তওফিক সর্দার মহাশয় ইংরাজীর ১৯.০৭.২০১৮ তারিখে মহম্মদ শাহনাওয়াজ মহাশয়কে ০০২৪৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে তামান্না পারভিন মহাশয়াকে ৯৬৮৮ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ্যাডিঃ, ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা-চামরাইল, জে এল-১০৫, হাল দাগ নং-১৪৭৬।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রী বিক্রম পাহাড়ী, পিতা দিলীপ পাহাড়ী ঠিকানা- কোন্নগর, পোঃ ও থানা- ঘাটাল জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ২) সেখ আসিক মিদ্যা, পিতা সেখ আলি হোসেন মিদ্যা ঠিকানা- গ্রাম ভগীরথপুর, পোঃ- চাউকা, থানা- ঘাটাল জেলা - পশ্চিম বর্ধমান নিবাসী এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা ঘাটাল আদালতে-ল' ক্লার্ক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা আমাদের ল' কার্ড লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট পাইবার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কোলকাতা অফিসে আবেদন করিয়াছি। ওই ব্যাপারে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস টেস্ট কাউন্সিল কোলকাতা ঠিকানায় তাহা জানাইবেন।

Sd/-
General Secretary
W.B. Law Clerks Association
State Committee. W.B.

Office of the Pradhan
DALDALI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING QUOTATION
No. 05/DGP/2025-26

Sealed Quotation is invited from experienced and resourceful bidders for execution of total 5 (Five) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **01/09/2025 to 10/09/2025 from 1.00 pm to 4.00 pm**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **10/09/2025 up to 4.00 pm.** Date of Opening of Tender **12/09/2025 at 1.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

তওফিক সর্দার মহাশয় ইংরাজীর ২৪.০৭.২০২৩ তারিখে মহম্মদ শাহনাওয়াজ মহাশয়কে ০৩৫৯৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে মহম্মদ নাঈম মহাশয়কে ৯৬৯০ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ্যাডিঃ , ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- চামরাইল, জে এল- ১০৫, হাল দাগ নং- ১৪৬৬।

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Quotation

Ref: 1. DHLYN/Durgapuja/05/2025/2026
2. DHLYN/Chatpuja/06/2025/2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **16.09.2025 up to 18.00 PM**. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

বিশ্বভারতীর হেরিটেজ বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্র হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে হেরিটেজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো শান্তিনিকেতনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায় জেলা পুলিশ সুপার আমন দ্বীপ শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বোলপুর পৌরসভা জনপ্রতিনিধি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। চন্দ্রনাথ সিনহা বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তনী। তিনি জানান, এদিনের হেরিটেজ বৈঠকের আলোচনা খুব সদর্থক ছিল। বিশ্বভারতী তার অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে রাজ্য সরকারকে পাশে নিয়ে কাজ করতে চায়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও সব সময় তার হাত বাড়িয়ে দেবে বিশ্বভারতীর দিকে। ম্যাপের মাধ্যমে বিশ্বভারতী বিভক্ত হয়েছে বাফার জোন, সেমি বাফার জোন, কোর জোন ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হয়ে গেলে পৌরসভাও কাজ করতে সুবিধা হবে। কারণ অনেকে পৌরসভা থেকে পারমিশন নিয়ে গিয়েও বাড়ি করতে পারছে না। বিশ্বভারতী কেস করে দিচ্ছে। তাই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার ঐক্য মত হলে বিষয়টি ফলপ্রসূ হবে।

বৌদিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ দেওরের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ সেপ্টেম্বরঃ বৌদিকে কোদাল দিয়ে আঘাত করে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুরে। ঘটনায় অভিযুক্ত দেওর সঞ্জীব কিস্কুকে বাড়ির বারান্দায় বেঁধে রাখেন পরিবারের লোকেরা। জানা গেছে, মৃত সুনীতা মুর্মু (২৮) এদিন সকালে পুকুরে কাজ করছিলেন। সে সময় তাঁকে কোদাল দিয়ে আঘাত করে সঞ্জীব। পরিবারের লোকেরা সুনীতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক কারণে এই খুন। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত দেওরকে বাড়ির বারান্দায় বেঁধে রাখে স্থানীয় ও পরিবারের সদস্যরা। তবে কি কারনে এই খুন তা এখনও স্পষ্ট বলতে পারেননি কেউই। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জীব কিস্কুকে করে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে কি কারনে এই খুন তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।

ঈশিতা মল্লিক হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ আগস্ট ঃ এক সপ্তাহের টানা অভিযান শেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কৃষ্ণনগরের ছাত্রী ঈশিতা মল্লিক খুনের মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং। সোমবার ভোররাতে উত্তর প্রদেশের সীমান্ত এলাকায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় তাকে পাকড়াও করে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার গুজরাটের জামনগর থেকে গ্রেফতার করা হয় দেশরাজের মামা কুলদীপ সিংকে। তাকে জেরা করে উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, ভাগ্নেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে নানা পরিকল্পনা করেন কুলদীপ। দেশরাজকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করার পাশাপাশি, তার জন্য নকল পরিচয়পত্র- সহ একাধিক জাল ডকুমেন্টও তৈরি করে দেন মামা কুলদীপ। তবে শেষরক্ষা হল না, পুলিশের জালে ধরা পড়ল দেশরাজ। সূত্রের খবর, কুলদীপের ফোন ট্র্যাক করেই দেশরাজের অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। এরপর সোমবার ভোররাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশের একটি বিশেষ দল। গত ২৫ আগস্ট কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ঈশিতার মাথায় তিনটি গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়। ওই ঘটনার পরে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ উত্তর প্রদেশের দেওরিয়ার বাড়িতে পালিয়ে যায় বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু, গত কয়েক দিন ধরে পুলিশের একাধিক দলের লাগাতার তল্লাশির পরেও দেশরাজের নাগাল পাচ্ছিল না। অবশেষে উত্তর প্রদেশের সীমান্ত এলাকা থেকে মূল অভিযুক্তের নাগাল পেল পুলিশ।

নতুন সাজে গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ সেপ্টেম্বর ঃ তিস্তা ব্যারেজের নতুন রূপ! পুজোর আগেই দারুন চমক উত্তরবঙ্গবাসীদের জন্য। দীর্ঘদিনের কাজের পর অবশেষে মেরামতের কাজ শেষ। চকচকে নতুন বিটুমিনে সাজল গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের রাস্তা। স্থানীয় বিধায়কের উপস্থিতিতে রাস্তার উদ্বোধন ঘিরে উচ্ছ্বাস। গ্রাম থেকে শহর- সকলের মুখে হাসির ঝিলিক। শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স যাওয়ার যাত্রা আরও সহজ। ঝাঁকুনি নয়, এবার রাস্তা হবে স্বপ্নের মতো। ড্রাইভার থেকে পর্যটক- সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এই রাস্তা খুলতেই পর্যটন শিল্পে নতুন গতি আসবে। তিস্তা ব্যারেজের রাস্তা বন্ধ থাকায় কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল গজলডোবার পর্যটন ব্যবসা। বন্ধ ছিল পাখি বিতান, প্রায় ৭২ টি নৌকা বিহার। তবে এবার খানিক স্বস্তি! পুজোর আগে বড় খবর পেল উত্তরবঙ্গবাসী। পর্যটকদের সুবিধার্থে এবার আরও বেড়ে যাবে আনন্দ। দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণকারীরা ছুটে আসবেন সহজে। পুজোর ভিড়ে বাড়বে স্থানীয় অর্থনীতিরও গতি। গত ২৭ এপ্রিল থেকে বন্ধ ছিল এই রাস্তা, তবে নির্ধারিত সময়ের আগেই খুলে গেল গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি। এদিন সংস্কারের পর সেতুটি খুলে দেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ির ডিএম সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এত দিন বন্ধ থাকার কারণে এই সেতু দিয়ে বাইক থেকে শুরু করে টোটো বা অ্যাম্বুলেন্স সব চলাচল বন্ধ ছিল। শিলিগুড়ি- সহ ডুয়ার্সের যোগাযোগ এর দ্বিতীয় বিকল্প সেতু ছিল এই তিস্তা ব্যারেজ সেতু। ১০০ দিনের বেশি বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ এবং পর্যটকেরা। তবে আজ থেকে সেতু খুলে যাওয়ায় খুশি সবাই। এছাড়াও পর্যটকদের জন্য বিশেষ সুবিধা। তিস্তা ব্যারেজের সৌন্দর্য্য দেখতেই ভিড় জমে সারা বছর। এবার রাস্তায় ঝামেলা না থাকায় যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন। গঙ্গারাম, লাটাগুড়ি বা গরুমারায় পৌঁছানো হবে দ্রুত। একই সঙ্গে হোম স্টে ও রিসর্টগুলোর ব্যবসায় লাভ। শুধু পর্যটক নয়, সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। চায়ের মাল, নৈমিত্তিক পণ্য পরিবহন হবে সহজ। স্কুল-কলেজে যাতায়াত করবে ছাত্রছাত্রীরাও নির্বিঘ্নে। এই রাস্তা খুলে উত্তরবঙ্গবাসীর জীবন আরও আরামদায়ক হল!

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ১৩৫_২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ডি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেস/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস এর যেকোনো পাবলিক সেক্টর ইউনিটে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **সিনি.ডিইএন/এইচডব্লিউএইচ/এডিএইচ-এর ই-টেন্ডার নং. ১৩৫_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি.ডিইএন/এইচডব্লিউএইচ/এডিএইচ -এর অধীন এডিইএন/এইচডব্লিউএইচ/এডিএইচ -এর অধীনে [illegible] **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৫১,০১,৭৭১.৬৪; **বায়না মূল্য ঃ** ₹ ১,০২,০০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ শূন্য; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** গ্রহণপত্র জারির তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান - ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়না টাকা জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য প্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-271/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বাগত ট্রেক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ৩৭/৭, সাহাপুর কলোনি
নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩

৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং **DNBR (PD) CC.No. 065/03.10.001/2015-16** অনুসারে, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী, যদি থাকে, পূরণ সাপেক্ষে,

শ্রীমতী পদ্মা ঝুনঝুনওয়ালা (ডিআইএনঃ ১১১৬২৯৩৪) পেশাগতভাবে স্ব-কর্মসংস্থানের অধিকারী, **কার্যকর ২০-০৮-২০২৫** তারিখ থেকে নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি **স্বাগত ট্রেক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড** (এরপর থেকে 'কোম্পানি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বর্তমান পরিচালক **শ্রী অজয় কুমার সিং (ডিআইএনঃ ০৩৫৩৪৭৪৪)** এর কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির পরিচালনা কাঠামো শক্তিশালী করা এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রস্তাবিত নিয়োগের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ডিএনবিএস, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১-এ জানাতে পারেন এবং আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করতে পারেন।

বিদ্যমান পরিচালক- শ্রী সুকুমার অরোরা (ডিআইএনঃ ০৭৩৮৮৬২৫) এবং উপরে উল্লিখিত কোম্পানি কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫ **বোর্ডের আদেশানুসারে/-**

ম্যাথিউ ইজো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ রাজকমল ভবন, ১২৮ রাসবিহারী এভিনিউ,
১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ইমেইলঃ mers.ltd@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.mersl.co.in
CIN: L74910WB1994PLC064483

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি,
ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ম্যাথিউ ইজো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি থাকবে না। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪ /২০২০ সহ পঠিত, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭ /২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০ / ২০২০, ০২ / ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ০২ / ২০২২ (সম্মিলিতভাবে 'MCA সার্কুলার' নামে পরিচিত) এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখের SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022 / 62 ('SEBI সার্কুলার') (MCA সার্কুলার এবং SEBI সার্কুলার সম্মিলিতভাবে 'সার্কুলার' নামে পরিচিত), কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য। সদস্যরা VC/ OAVM এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান করতে পারবেন। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে VCOAVM সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন') সহ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('RTA')ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী ('DP') এর সাথে নিবন্ধিত। সমস্ত সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ইমেল পাঠানো ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনও শেয়ারহোল্ডারদের কাছে কোনও প্রকৃত অনুলিপি পাঠানো হবে না। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mersl.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে। এজিএমের জন্য ই-ভোটিং এবং ভিসি /ওএভিএম সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সংস্থা হিসেবে এই সংস্থাটি কাজ করে। সদস্যরা কেবল ভিসি /ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে। সদস্যদের এজিএমের নোটিশে বর্ণিত সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বিশেষ করে এজিএমে যোগদানের জন্য নির্দেশাবলী, সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানিটি তার সকল সদস্যকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং প্রদানের সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) প্রদান করছে। আইন ও বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নরূপঃ-

(i) সদস্য(দের) ভোটদানের অধিকার কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অধিকারী হবেন।
(ii) রিমোট ই-ভোটিং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার (সকাল ৯.০০ টা) থেকে শুরু হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য NSDL কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যরা একবার কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।
(iii) সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী এবং যারা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং অন্যথায় তাদের তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
(iv) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমেও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত / অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভোটদানের যোগ্য হবেন না।
(v) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া / বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর বিস্তারিত নির্দেশনা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের অংশ হিসেবে নোটে দেওয়া হয়েছে।
(vi) বার্ষিক সাধারণ সভার দিন ই-ভোটিং সুবিধার সাথে সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগের জন্য যার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে তার বিবরণ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের রিমোট ই-ভোটিং বিভাগে উল্লেখিত ব্যক্তিকেই প্রদান করা হবে।

অধিকন্তু, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে পঠিত প্রাসঙ্গিক নিয়ম এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৪২ অনুযায়ী, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য বন্ধ থাকবে। যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত / আপডেট করা হয়নি তাদের লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

- বাস্তবে শেয়ারধারী সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) MCS ট্রান্সফার এজেন্টকে লিখিতভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন / আপডেট করতে পারবেন। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), PAN (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), AADHAAR (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) atmcssta@rediffmail.com এর বিবরণ সহ।
- ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করতে পারবেন।
- যথাযথ যাচাইয়ের পরে, RTA আপনার ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্রগুলি আপনার নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানায় ফরোয়ার্ড করবে।
- বিকল্পভাবে, সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নথি সরবরাহ করে ই-ভোটিং এর জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহের জন্য evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ / ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ কল করতে পারেন অথবা evotingnsdl.co.in এ সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ম্যাথিউ ইজো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-রাজশ্রী মুন্দ্রা
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ০১.০৯.২০২৫

বৈঁক ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিওড হাউস, ৩, এন. এস. রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ dzmkolkatamaha@bank.co.in

দাবির বিজ্ঞপ্তি ধারা ১৩(২) এর অধীনে

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সাথে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টগুলি, যা NPA হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ জারি করেছে।
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা জামিনদার বন্ধকদারদেরকে এই চাহিদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র**, কলকাতা জোনের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ সহ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত ঋণএবং অন্যান্য চুক্তি এবং নথির অধীনে। উক্ত চুক্তি এবং নথির অধীনে ঋণগ্রহীতাদের দায়বদ্ধতার প্রতি সুরক্ষা হিসাবে, **ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা** জোনের শাখাগুলির বিরুদ্ধে প্রদর্শিত সংশ্লিষ্ট সম্পদ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম / ঠিকানা খ) শাখার নাম	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ চাহিদা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে	স্থাবর / স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**ক) ১. শ্রী সঞ্জয় দত্ত (ঋণগ্রহীতা), পুত্র শ্রী সঞ্জীব দত্ত** ২. শ্রীমতি মলি দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) উভয়ই ঠিকানাঃ ৮৫, এস. কে. দেব রোড, নতুনপল্লি, পারদীপ সংঘ ক্লাবের কাছে, শ্রীভূমি এস.ও. - কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৪৮। **এছাড়াওঃ** মলয় অ্যাপার্টমেন্টের নিচতলায় ফ্ল্যাট নং জি২, সারদা পল্লি, জ্যাংড়া, পি.এস. - বাগুইআটি, উত্তর ২৪পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৫৯। **খ) শ্যামবাজার শাখা**	**ক) ১৩.০৬.২০২৫ খ) ২৫.০৬.২০২৫ গ) ২৪.০৬.২০২৫ তারিখে ১৪,৮৫,৬৭০.০০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত সত্তর মাত্র) এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ প্রযোজ্য হার।	মলয় অ্যাপার্টমেন্টের নিচতলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং জি২-এর ন্যায্য বন্ধক, যার আয়তন ৬১০ বর্গফুট। হোল্ডিং নং ২৬ /৯ /১৩৯৫ /বিএল-জেএস /০৮, সারদা পল্লী, জায়াংড়া, পি.এস. - বাগুইআটি, উত্তর ২৪ পৃষ্ঠা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৫৯, এবং অবস্থিত মৌজা - জায়াংড়া জেএল ১৬, আর.এস. নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস-এ অবস্থিত এবং অবস্থিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ। দাগ নং ১৬০১, আর.এস দাগ নং ১৬৫২ এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর দাগ নং ৪২৮৪ এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস খতিয়ান নং ৬৬৫, এলআর খতিয়ান- ৪৪৪২ এর সাথে সম্পর্কিত, ওয়ার্ড নং পূর্বে ৯ এখন ১৫, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার (বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশন) সীমানার মধ্যে। সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে- রমা বসু মৌলিক, দক্ষিণেঃ আর.এস দাগ ১৬৫২ এবং ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্বেঃ সি.এস. দাগ ১৫৯৪, পশ্চিমেঃ আর.এস. দাগ নং ১৬৫২।
২.	**ক) ১. মি. এসকে মোজাম্মেল হক (ঋণগ্রহীতা)** কাসিম পুর, বর্ধমান ফাগুপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান, বর্ধমান - ।, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ১০১। **২. মিসেস ইসমাতারা বেগম (সহ ঋণগ্রহীতা) W/o মোজাম্মেল হক কাশিমপুর ফাগুপুর, বর্ধমান, বর্ধমান - ।, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ১০১। খ) বর্ধমান শাখা**	**ক) ১৬.০৭.২০২৫ খ) ২৩.০৭.২০২৫ গ) ৫,৬৪,৮৩৫.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) এবং এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ প্রযোজ্য হার ২৩.০৭.২০২৫	সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ যার মধ্যে রয়েছে প্লট নং (গুলি) / সিটিএস নং/ গ্যাট নং/ মিলকাট নং এলআর প্লট নং ১৯৭, ফ্ল্যাট/ বাড়ি নং ১২, ভবন/ উইং- তলা - ০১, ১২তম দরজা, স্কুল মোজাম্মেল, জি. টি. রোড ফাগুপুর, পূর্ব বর্ধমান, এলাকার ১২তম দরজা/ গ্রাম - বর্ধমান, তালুকা/ তহসিল / উপ-জেলা - বর্ধমান, শহর - বর্ধমান - ১, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ১০১। **সীমাবদ্ধঃ** উত্তরেঃ ৬ ফুট প্রশস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণেঃ স্কুলের সম্পত্তি বাকি বিল্লা, পূর্বেঃ ৬ ফুট প্রশস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমেঃ স্কুলের সম্পত্তি।
৩.	**ক) ১. মি. সুমিত সামন্ত (ঋণগ্রহীতা)** s/o ভুবন সামন্ত **২. মি. অভিরাম সামন্ত (জামিনদার) ৩. মি. শান্তনু সামন্ত (জামিনদার)** s/o ভুবন সামন্ত **সবাই থাকেঃ গ্রাম - ভুবনেশ্বরপুর, পোঃ - বোহিচার্ড , থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশিচমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩৬ খ) তমলুক শাখা**	**ক) ২৯.০৭.২০২৫ খ) ০২.০৮.২০২৫ গ) ৯,৯৯,২৫৫.০০ টাকা** (নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চান্ন মাত্র) এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ সহ।	সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং অংশ যার মধ্যে রয়েছে প্লট নং (গুলি) / সিটিএস নং/ গ্যাট নং/ মিলকাট নং এলআর প্লট নং ১৯৭, ফ্ল্যাট/ বাড়ি নং ১২, ভবন/ উইং- তলা - ০১, ১২তম দরজা, স্কুল মোজাম্মেল, জি. টি. রোড ফাগুপুর, পূর্ব বর্ধমান, এলাকার ১২তম দরজা/ গ্রাম - বর্ধমান, তালুকা/ তহসিল / উপ-জেলা - বর্ধমান, শহর - বর্ধমান - ১, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ১০১। **সীমাবদ্ধঃ** উত্তরেঃ ৬ ফুট প্রশস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণেঃ স্কুলের সম্পত্তি বাকি বিল্লা, পূর্বেঃ ৬ ফুট প্রশস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমেঃ স্কুলের সম্পত্তি।
৪.	**ক) ১. মি. সুমিত সামন্ত (ঋণগ্রহীতা)** s/o ভুবন সামন্ত **২. মি. অভিরাম সামন্ত (জামিনদার) ৩. মি. শান্তনু সামন্ত (জামিনদার)** s/o ভুবন সামন্ত **সবাই থাকেঃ গ্রাম - ভুবনেশ্বরপুর, পোঃ - বোহিচার্ড , থানা- তমলুক, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশিচমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩৬ খ) তমলুক শাখা**	**ক) ২৯.০৭.২০২৫ খ) ০২.০৮.২০২৫ গ) ৮,০৫,৬৮৫.০০ টাকা** (আট লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শত পঁচাশি মাত্র) এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ সহ।	প্রস্তাবিত আবাসিক বিল্ডিংয়ের সাথে জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মিঃ সুমিত সামন্ত, এসও-এর নামে। ভুবন সামন্ত, মি. আভিরাম সামন্ত, s/o ভুবন সামন্ত এবং মি. সান্তনু সামন্ত, s/o ভুবন সামন্তাই ৮৭১.২ বর্গফুট আয়তনে অবস্থিত। মৌজা- বার পদুমবাসন, জেএল নং ১৪৫, প্লট নং ৪২ (আরএস), ৫২০ (এলআর), খ. নং ১২২৬, ১২২৯ এবং ১২৩০ (এলআর), পো. / থানা - তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৬৩৬। নিম্নলিখিতভাবে আবদ্ধঃ উত্তরে বা দিকেঃ শ্রী লক্ষ্মী কান্ত সাহার খালি জমি, দক্ষিণে বা দিকেঃ সোনালী দাসের খালি জমি, পূর্বে বা দিকেঃ আরফান মল্লিকের খালি জমি, পশ্চিমে বা দিকেঃ বাহনুপদ সাহার খালি জমির পরে পৌর সড়ক।
৫.	**ক) ১. মেসার্স মাইতি ফিসারি (ঋণগ্রহীতা) প্রোফাইটারঃপরিতোষ মাইতি** পোঃ কেশবপুর জলপাই, থানা- মহিষাদল, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৩৬ **২. মি. পরিতোষ মাইতি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পি.ও. - পূর্বদাখিন মযনা, পি.এস. -ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১,৬২৯। **খ) তমলুক শাখা**	**ক) ১৫.০৭.২০২৫ খ) ২২.০৮.২০২৫ গ) ৮,৫৫,৫৭৫.০০ টাকা** (আট লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত পচাত্তর মাত্র) প্রযোজ্য হার অনুসারে ভবিষ্যতের সুদের সাথে প্রযোজ্য অপ্রয়োগিত সুদ। ২২.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য হার অনুসারে ভবিষ্যতের সুদ।	প্রাথমিক জামানতঃ স্টক এবং বুক ডেটের বন্ধক। জামানত ঃ জেলা-পূর্ব মেদিনীপুরের রেজিস্ট্রেশন করা গৌরাঙ্গচক গ্রামে অবস্থিত এবং পতিত সমস্ত জমির টুকরো এবং পার্সেলের ন্যায্য বন্ধক, যার পরিমাপ ৩৯২০ বর্গফুট, যার আয়তন জেএল নং ২০৪, খ. নং ৩৪৮, প্লট নং ৭১৮ এবং নিম্নরূপ সীমানাযুক্তঃ উত্তরে বা দিকেঃ রঞ্জিত মাজির কৃষি জমি, পূর্বে বা দিকেঃ শ্রী সুবল ধারার বাড়ি, পশ্চিমে বা দিকেঃ রঞ্জিত মাজির মৎস্য ইউনিট, দক্ষিণে বা দিকেঃ পঞ্চায়েত রোড।
৬.	**ক) ১. মেসার্স বর্মন ভ্যারাইটি স্টোর (ঋণগ্রহীতা) প্রোফাইটারঃ মি. কমল সা** s/o ভুপতি বর্মন রাজনগর, ভরজোলা, রাজনগর, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১৬৫৩ **খ) তমলুক শাখা**	**ক) ২৯.০৫.২০২৫ খ) ০৪.০৭.২০২৫ গ) ৯,৯৫,০৬১.৩৬ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার একষট্টি শত ছত্রিশ পয়সা মাত্র) এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ সহ।	স্টক এবং বুক ডেটের হাইপোথিকেশন
৭.	**ক) ১. মেসার্স জীবন জ্যোতি সেলস এণ্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড** গ্রামঃ হরিয়ারহাট, পোস্ট অফিস - সবং, থানা- - মেদিনীপুর পশ্চিম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ১৪৪. **খ) চৌরঙ্গী রোড শাখা**	**ক) ৩০.১২.২০২৪ খ) ১৭.০৭.২০২৫ গ) ২৪,৯৯,৫৩৮.৮৬ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচ শত আটত্রিশ ছিয়াশি পয়সা মাত্র) ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য নয় এমন সুদ@ সহ।	প্রাথমিক জামানতঃ স্টক এবং বই ঋণের বন্ধক। জামানত ঃ জমির বিক্রয় বাতিল - ১৯.৮৪ লক্ষ টাকা, জীবন জ্যোতি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ ওয়ার্কশপের জন্য জমির বিক্রয় বাতিল।
৮.	**ক) ১. মেসার্স সাহা এন্টারপ্রাইস(ঋণগ্রহীতা) প্রোফাইটারঃ মি. মিঠুন সাহা** H/2347, পূর্ব তাবীন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড SMC এর নং ৩৮, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৬। **২. মিঠুন সাহা (জামিনদার)** H/2347, পূর্ব তাবীন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড SMC এর নং ৩৮, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৬। **খ) শিলিগুড়ি শাখা**	**ক) ৩১.০৩.২০২৫ খ) ০৭.০৮.২০২৫ গ) ২১,২৫,৯৪০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ পঁচিশ হাজার নয় শত চল্লিশ মাত্র) এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে অপ্রয়োগযোগ্য ভবিষ্যতের সুদ @ সহ।	প্রাথমিক ঃস্টক এবং বুক ডেটস এর বন্ধক। জামানতঃ সম্পত্তির সমস্ত টুকরো এবং অংশ জমি এবং দ্বিতল ভবন যার মধ্যে ফ্ল্যাট / আরএস প্লট নং ৭৫১, এলআর প্লট নং ১৩৩, পুরাতন খতিয়ান নং ২৩৫, নতুন খতিয়ান নং ১৫১ এলআর খতিয়ান নং ২৪০ রয়েছে, যা সম্পূর্ণ ১২৭৬ বর্গফুট। মৌজা - ডাবগ্রাম, পরগনা-বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং ০২, থানা - ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৪ ০০৬, শ্রী মিঠুন সাহা, পুত্র অমৃতা সাহার নামে নিবন্ধিত। রেজিস্ট্রেশন সাব-ডিস্ট্রিক্ট - শিলিগুড়ি এবং নিবন্ধন জেলা - জলপাইগুড়ি। সীমানা- উত্তরেঃ ১০ ফুট প্রশস্ত কুটভা রোড, দক্ষিণেঃ মিনা দাস এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পূর্বেঃ মঙ্গলু রায়ের বিক্রিত জমি, পশ্চিমেঃ প্রতিমা মোহন্তের জমি।

তারিখ-০২ ।০৯ ।২০২৫
স্থান- কলকাতা

অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

সার্ভে ঝড় তুলে ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে জকোভিচ

নিউ ইয়র্ক, ১ সেপ্টেম্বরঃ বয়স খাতায়-কলমে ৩৮। হালকা চোট-আঘাতের ছাপ কোর্টের মুভমেন্টে স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু একের পর এক গ্র্যান্ডস্ল্যামে স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন নোভাক জকোভিচ। ইউএস ওপেনের শেষ ষোলোয় ইয়ান-লেনার্ড স্ট্রুফকে উড়িয়ে দিয়ে রেকর্ডবুকে আরও একটি অধ্যায় লিখে রাখলেন সার্বিয়ান মহাতারকা। স্ট্রেট সেটে জয়-৬-৩, ৬-৩, ৬-২। সময় লেগেছে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। এই জয়ের সুবাদে জকোভিচ টানা ১৪তম বার জায়গা করে নিলেন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। ওপেন এরা-য় ফেডেরার ও আন্দ্রে আগাসিকে টপকেছেন। এখন তাঁর সামনে রয়েছেন কেবল কিংবদন্তি জিমি কনার্স, ১৭ বার কোয়ার্টারে ওঠার কীর্তি নিয়ে। আরও একটা রেকর্ড-জকোভিচ এখন সবচেয়ে বয়সী খেলোয়াড়, যিনি

একই মরশুমে চারটে গ্র্যান্ড স্ল্যামে শেষ আটে পৌঁছলেন। এদিন ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল জোকারের। সার্ভিসে অপ্রতিরোধ্য। ১২টি এস মেরেছেন, যা স্ট্রুফের প্রায় দ্বিগুণ। ফার্স্ট সার্ভে পয়েন্ট জিতেছেন প্রায় ৮০ শতাংশ। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের কোনও খোলা জায়গাই দেননি। অথচ স্ট্রুফ কিন্তু এই টুর্নামেন্টে হোলগার রুনে ও ফ্রান্সেস টিয়াফোয়ের মতো বড় নামকে হারিয়ে রীতিমতো চর্চায়! ম্যাচ চলাকালীন দু'বার ফিজিও ডাকতে হয়েছে জকোভিচকে। ঘা। ও কাঁধে অস্বস্তি ছিল। যদিও তার প্রভাব পড়তে দেননি। ম্যাচ শেষে নিজেই বললেন, ''ভাল সার্ভ করা গেলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। শেষ ম্যাচেও আমি দারুণ সার্ভ করেছি। আজও সেটা কাজে দিয়েছে। আমি তো পরিসংখ্যান দেখলাম-এই টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি এস মারা খেলোয়াড়কে আমি সার্ভের নিরিখে হারিয়েছি। এটাও বিশেষ কৃতিত্ব। সার্ভিস ভাল হলে কোর্টে বাড়তি খাটুনি দিতে হয় না!'' ম্যাচ জিতে গ্যালারির দর্শকদের উদ্দেশে জকোভিচের বার্তা, ''আমি জানি না এখানে আর কত রাত খেলতে নামব। তাই প্রতিটি ম্যাচই এখন আমার কাছে স্পেশ্যাল। তোমাদের ধন্যবাদ, এতগুলো বছর ধরে পাশে থাকার জন্য!'' দিনকয়েক আগেই ক্যামেরন নরির বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডে ফার্স্ট সার্ভে জিতেছিলেন ৮৬ শতাংশ পয়েন্ট। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু বয়স বাড়ছে, তাই ম্যাচ ছোট রাখার কৌশল হিসেবেই জকোভিচ সার্ভিসকেই নতুন করে হাতিয়ার বানাচ্ছেন।

কলকাতায় পা রাখলেন বাগানের নয়া ব্রাজিলিয়ান 'গোলমেশিন' রবসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বরঃ বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার রবসন রবিনহো। সোমবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনো মাত্রই তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সমর্থকরা। কালো টি-শার্ট পরা রবসন বিমানবন্দরের গেট দিয়ে বের হতেই তাঁর উদ্দেশে উচ্ছ্বাস, গর্জন ও অভিনন্দনের বন্যা বইয়ে দেন উপস্থিত বাগান সমর্থকেরা। গত ৩০ আগস্ট মোহনবাগানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হন তিরিশ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। সেই থেকেই দিন গুনছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রবসনের কলকাতায় পা রাখা নিঃসন্দেহে এক বড় মুহূর্ত হয়ে উঠেছে গোটা বাগান শিবিরের কাছে। ফুটবলের দেশ ব্রাজিলে বেড়ে ওঠা রবসনের ফুটবল কেরিয়ার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ব্রাজিলিয়ান সিরি এ-তে খেলার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের হয়ে তিন বছরে সাতটি ট্রফি জিতে নিয়েছেন। ১৭টা ম্যাচ খেলে করেছেন ৬৪টি গোল। সতীর্থকে গোল করার বল সাজিয়ে দিয়েছেন ৪৯টি, তাঁর দক্ষতা ও ধারাবাহিকতার প্রমাণ। দক্ষিণ এশিয়ায় 'গোলমেশিন' নামে পরিচিত রবসন রবিনহোর আগমন নিঃসন্দেহে মোহনবাগানের আক্রমণভাগে নতুন গতি ও শক্তি এনে দেবে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'র অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান। সেই প্রতিযোগিতার আগে রবসনের মতো অভিজ্ঞ ও সফল ফুটবলারের দলে যোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে হোসে মোলিনার কৌশলে বাড়তি জোর দেবে। বিমানবন্দরেই পুষ্পস্তবক দিয়ে রবসনকে স্বাগত জানান সমর্থকেরা। সাড়া দিয়ে হাত নাড়িয়ে তিনি জানিয়ে দেন কলকাতায় এসে কতটা উচ্ছ্বসিত তিনি নিজেও। চুক্তির পরে মোহনবাগান মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রবসন জানিয়েছিলেন, ''এর আগে বসুন্ধরার হয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তখন থেকেই জানি মোহনবাগান ভারতের সেরা ও সফলতম ক্লাব। ওই ম্যাচে আমি কীরকম খেলেছিলাম তা সবুজ-মেরুন সমর্থকরা নিশ্চয়ই মনে আছে। এবার সেই সবুজ মেরুন জার্সি পরেই আমি সেরকমই সাফল্য পাব আশা করছি। অপেক্ষা করুন।'' মোহনবাগান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ''গত বছর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ভারতের সেরা দুটো লিগ-কাপেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের গত পাঁচ বছরের সাফল্যের রেকর্ড ভারতের আর কোনও ক্লাবের নেই। সেরা বিদেশিরা এই ক্লাবে খেলে। ভারতের জাতীয় দলের বেশিরভাগ ফুটবলারও খেলে মোহনবাগানে। আমি ওদের একজন সতীর্থ হয়ে আসছি, ওদের সাহায্য করার জন্য। ক্লাবে আরও ট্রফি আনতে চাই, ওদের সঙ্গে খেলে।''

ব্রঙ্কো টেস্টে উত্তীর্ণ রোহিত অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে প্রশংসিত

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ও ওডিআই অধিনায়ক রোহিত শর্মা সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নতুন প্রবর্তিত ব্রঙ্কো টেস্টে অংশ নিয়েছেন এবং তার ফলাফল সামনে এসেছে। ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার নতুন এই ফিটনেস টেস্টে কেমন পারফর্ম করবেন, তা নিয়ে ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোচনা ছিল। তবে রোহিত শুধুমাত্র এই টেস্টে উত্তীর্ণই হননি, বরং বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে তার শারীরিক গঠন এবং পারফরম্যান্স সকলকে মুগ্ধ করেছে। এই টেস্টে তিনি ইয়ো-ইয়ো টেস্টেও অংশ নিয়েছিলেন, যা ভারতীয় দলের ফিটনেস মাপার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। রেভস্পোর্টজ গ্লোবালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩০ ও ৩১ আগস্টে অনুষ্ঠিত টেস্টে অংশ নেওয়া সকল ক্রিকেটারই এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ব্রঙ্কো টেস্ট আসলে কী? ব্রঙ্কো টেস্ট হল একটি রাগবি-কেন্দ্রিক ফিটনেস টেস্ট, যা বিসিসিআই জুন ২০২৫-এ নতুন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লে রুয়ের সুপারিশে প্রবর্তন করেছে। এই টেস্টে ক্রিকেটারদের ২০ মিটার, ৪০ মিটার এবং ৬০ মিটারের শাটল রান পাঁচটি সেটে সম্পন্ন করতে হয়, মোট ১২০০ মিটার, কোনো বিরতি ছাড়াই। এই টেস্টের লক্ষ্য হল ক্রিকেটারদের এরোবিক ক্ষমতা, গতি এবং মানসিক দৃঢ়তা পরীক্ষা করা। ইয়ো-ইয়ো টেস্টের তুলনায় এটি আরও কঠিন বলে বিবেচিত হয়, কারণ এতে কোনো বিশ্রামের সুযোগ থাকে না। এই টেস্টটি প্রাথমিকভাবে পেস বোলারদের ফিটনেস সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, যা ২০২৪-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে প্রকাশ পেয়েছিল। উল্লেখ্য রোহিত শর্মার ফিটনেস নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি এখন শুধুমাত্র ওডিআই ফরম্যাটে সক্রিয়। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সময় তিনি ৪০ বছর বয়সী হবেন, এবং তার ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি দাবি করেছেন যে ব্রঙ্কো টেস্টটি রোহিতের মতো খেলোয়াড়দের দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় এই টেস্ট

রোহিত শর্মার মতো খেলোয়াড়দের জন্যই আনা হয়েছে, যাতে তাদের ভবিষ্যতে দল থেকে বাদ দেওয়া যায়। তবে রোহিত এই টেস্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করে এই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন।'' রিপোর্ট অনুযায়ী, রোহিত শুধুমাত্র ব্রঙ্কো টেস্টে উত্তীর্ণই হননি, বরং তার শারীরিক গঠন এবং স্ট্যামিনা দেখে সকলে অবাক হয়েছেন। তিনি ইয়ো-ইয়ো টেস্টেও ভালো ফল করেছেন, যা তার অবসরের গুজবকে উড়িয়ে দিয়েছে। রোহিত ছাড়াও শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শার্দুল ঠাকুরের মতো ক্রিকেটাররাও এই টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ বিশেষভাবে উচ্চ স্কোর নিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন। রোহিত শর্মা এখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য ওডিআই সিরিজের (১৯, ২৩ এবং ২৫ অক্টোবর) জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি সম্ভবত সেপ্টেম্বর ৩০, অক্টোবর ৩ এবং ৫ তারিখে কানপুরে অস্ট্রেলিয়া এ-এর বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচে ভারত এ দলের হয়ে খেলতে পারেন, যদিও এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। রোহিতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তাকে ওডিআই ফরম্যাটে অপরিহার্য করে তুলেছে। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৩ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলে তিনি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। ২০২৩ সাল থেকে তিনি ৩৮টি ওডিআই ম্যাচে ১৭১৪ রান করেছেন, গড় ৪৮.৯৭ এবং স্ট্রাইক রেট ১১৭.২। পাওয়ারপ্লেতে তার গড় ৬৭.৪১ এবং স্ট্রাইক রেট ১২২.৫৭, যা তাকে এই পর্যায়ে ১০০০-এর বেশি রান করা একমাত্র ব্যাটসম্যান করে তুলেছে। টি-টোয়েন্টি এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর রোহিতের ফোকাস এখন শুধুমাত্র ওডিআই ফরম্যাটে। ২০২৪-এ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর তিনি এই ফরম্যাট থেকে অবসর নেন। টেস্ট ক্রিকেটে তার শেষ সিরিজ অস্ট্রেলিয়ায় ২০২৪-২৫ মরসুমে হতাশাজনক ছিল, যার পর তিনি এই ফরম্যাট ছেড়ে দেন। তবে ওডিআই ফরম্যাটে তার দক্ষতা এবং নেতৃত্ব তাকে দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে রেখেছে। এই ফিটনেস টেস্টে রোহিতের সাফল্য তার সমালোচকদের জবাব দিয়েছে। তিনি অফ-সিজনে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিসিসি ফ্যাসিলিটিতে প্রাক্তন ভারতীয় সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কঠোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি আগের তুলনায় অধিক স্লিম এবং চটপটে দেখাচ্ছেন। রোহিত শর্মার ব্রঙ্কো এবং ইয়ো-ইয়ো টেস্টে সাফল্য তার ফিটনেস এবং উৎসর্গের প্রমাণ। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে এই ফলাফল তাকে এবং তার ভক্তদের জন্য বড় স্বস্তি এনেছে। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রোহিত, এবং তার সাম্প্রতিক ফিটনেস পারফরম্যান্স তাকে এই লক্ষ্যে এগিয়ে রাখছে। ভারতীয় ক্রিকেটের এই 'হিটম্যান' তার ব্যাটিং দক্ষতা এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে এখনও দলের একটি অপরিহার্য অংশ।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ১৯ সদস্যের দল ঘোষণা করল ভারত, নেতৃত্ব দেবেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বরঃ আগামী মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৩ সেপ্টেম্বর শুরু হবে প্রতিযোগিতা, শেষদিন ২১ সেপ্টেম্বর। রবিবার (৩১ আগস্ট) আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ১৯ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দলের নেতৃত্ব দেবেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। ঘোষিত ভারতীয় দলে রয়েছে পুরুষ জ্যাভলারদেরই আধিপত্য। অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী নীরজের পারফরম্যান্সের ফলে যে ভারতীয় জ্যাভলিনে বিপ্লব এসেছে, আর এটা তারই প্রতিফলন। দলে নীরজ ছাড়াও জ্যাভলার হিসাবে রয়েছেন শচীন যাদব, যশবীর সিং এবং রোহিত যাদব। মূল দলে স্থান পেলেও প্রাথমিক গ্রুপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রোহিত। তবে, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁর উপরে থাকা প্রতিযোগীরা নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। গত টুর্নামেন্টেও চারজন ভারতীয় যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রোহিত চোটের কারণে বাদ পড়েছিলেন। নীরজ চোপড়া ২০২৩ সালে বুদাপেস্টে শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। সেবার দুই ভারতীয় জ্যাভলার কিশোর জেনা এবং ডিপি মানু যথাক্রমে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, চারজন ভারতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের একই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসাবে, ২৭ বছর বয়সি নীরজ চোপড়া ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এর ফলে আরও তিনজন

ভারতীয় জ্যাভলারের সামনে সুযোগ এসে যায়। যে কোনও দেশ একটি ইভেন্টে সর্বোচ্চ তিনজন অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি পায়, কিন্তু যদি কোনও খেলোয়াড় ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় স্থান পান, তাহলে এই সংখ্যা চারজন হতে পারে। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার মুখপাত্র আদিল সুমারিওয়ালা একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''আমি বিশেষভাবে খুশি যে, আমাদের চারজন পুরুষ জ্যাভলিন থ্রোয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আমরা আশা করি এবারও তাঁরা সবাই ফাইনালে উঠবেন। গতবারও চারজন খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু রোহিত যাদব আহত হওয়ায় ফিল্ডে নামতে পারেননি। তবে ফাইনালে তিন ভারতীয় জ্যাভলারই শীর্ষ ছয়জনের মধ্যে ছিলেন।'' এএফআই সিনিয়র সিলেকশন কমিটির একটি বৈঠকের পর ভারতীয় দল নির্বাচন হয়েছে। দলে পাঁচজন মহিলাও রয়েছেন। পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডলসের তেজস শিরসে এবং পুরুষদের ৩৫ কিলোমিটার ওয়াকিংয়ে সন্দীপ কুমারকে শেষ মুহূর্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাহারের কারণে তাঁরা ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স থেকে আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন। যোগ্যতামান অর্জন করে যে কোনও অ্যাথলিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। প্রতিটি ইভেন্টের জন্য ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স দ্বারা পূর্বনির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূরণের জন্য বাকি স্থানগুলি ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং কোটার মাধ্যমে দেওয়া হয়। ভারত ২০২৩ সালে হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টুর্নামেন্টে ২৮ জন ক্রীড়াবিদকে পাঠিয়েছিল, যার মধ্যে সাতজন রিলে রানারও ছিলেন। তবে এবার ভারত কোনও রিলে ইভেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

'মনে হচ্ছে দ্রাবিড়কে তাড়িয়েই দিয়েছে রাজস্থান' এবিডির বিস্ফোরক মন্তব্যে বাড়ল বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। রয়্যালস শিবির থেকে সেসময় জানানো হয়েছিল, রাহুলকে আরও বড় দায়িত্ব দেওয়ার কথা তারা ভেবেছিল। কিন্তু তাতে রাজি হননি ভারতীয় ক্রিকেটের দ্য ওয়াল। দ্রাবিড়ের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, বড় পদের দায়িত্ব দেওয়া মানে হল, রাহুলকে প্রধান কোচের পদে আর চাইছে না রাজস্থান রয়্যালস। তাই জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ আগেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স নিজের মতামত জানিয়েছেন। এবির মতে, এটি স্বেচ্ছায় নয়, আসল ঘটনাটি হল, রাহুল দ্রাবিড় বড় পদ প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই তাঁকে বহিষ্কার করেছে রাজস্থান রয়্যালস। এটা হয়তো ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকেরই সিদ্ধান্ত ছিল। রাহুলের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর রাজস্থান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিল, 'প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় আইপিএল ২০২৬-এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাঁর মেয়াদ শেষ করবেন। রাহুল বহু বছর ধরে রয়্যালসের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্ব খেলোয়াড়দের একটি প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে, দলে শক্তিশালী মূল্যবোধ স্থাপন করেছে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির সংস্কৃতিতে একটি এমন একটি ছাপ রেখেছে, যা কখনওই মুছে যাবে না। ফ্র্যাঞ্চাইজির কাঠামোগত পর্যালোচনার অংশ হিসাবে রাহুলকে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে একটি বৃহত্তর পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। রাজস্থান রয়্যালসের সকল খেলোয়াড় এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি তাঁর অসাধারণ সেবার জন্য রাহুলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।' এই প্রসঙ্গে এবিডি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া শো '৩৬০ লাইভ'-এ বলেছেন, নতুন ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করায় দ্রাবিড়কে তাড়িয়েই দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ''আমার মনে হয় এটি মালিক বা ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত ছিল। তারা দ্রাবিড়কে আরও বড় বিকল্প দিয়েছিল। তাতে হয়তো রাহুল হতাশ হয়েছিলেন, কারণ ও হয়তো দলের জন্য আরও বড় কিছু করতে চেয়েছিলেন। দ্রাবিড় আসলে ডাগ আউটে থাকতে চেয়েছিলেন। আমরা এখনও পুরো বিষয়টি জানি না। আমি নিশ্চিত, আমরা পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। তখন নিশ্চই আসল কারণটা বেরিয়ে আসবে।''

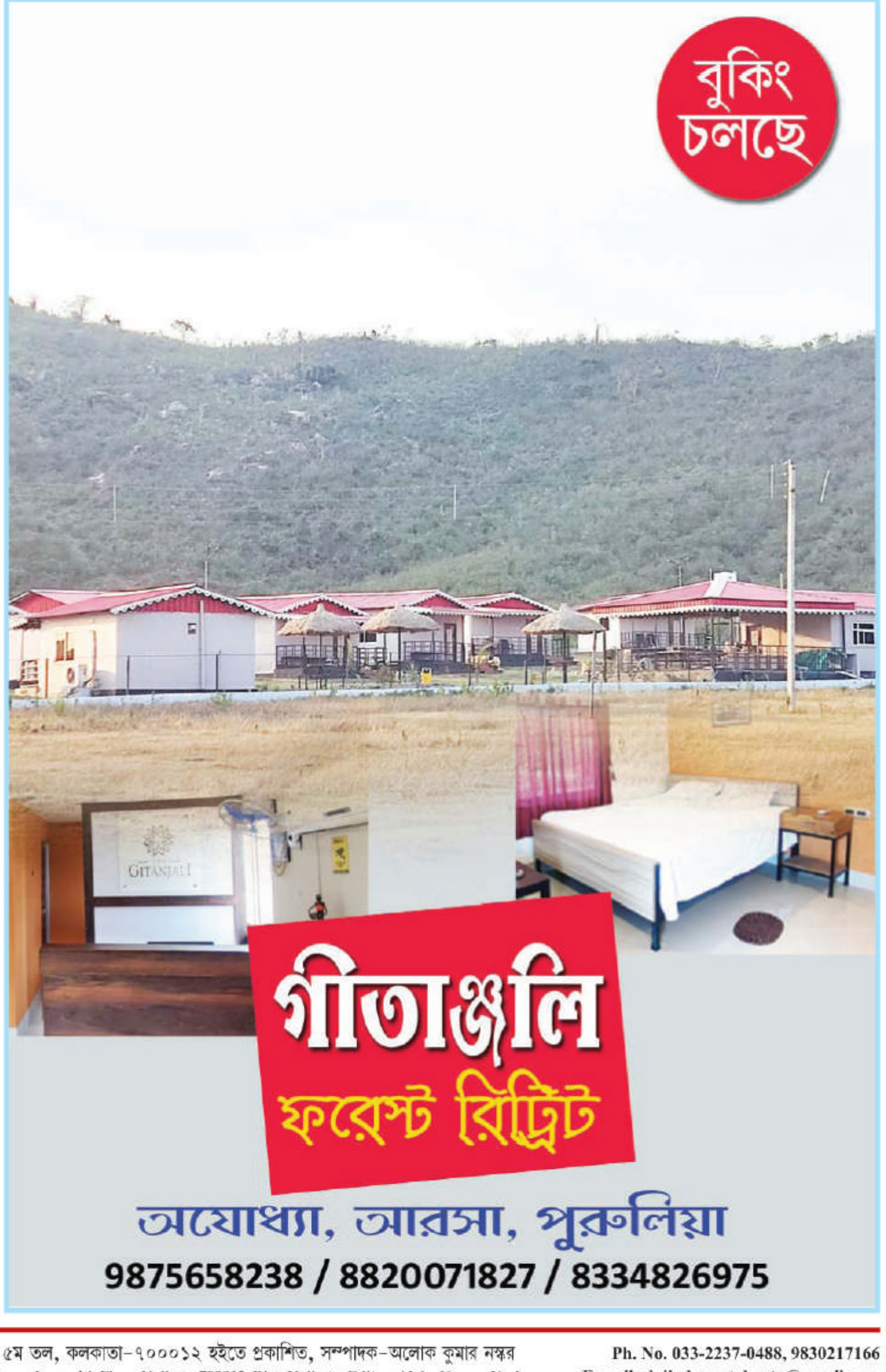

মেসিদের স্তব্ধ করে লিগস কাপ জিতল সিয়াটল, ফাইনাল শেষে মাঠে হাতাহাতি

সিয়াটল সাউন্ডার্সের এমনিতেই প্রবল অনুরাগী সমর্থকগোষ্ঠী আছে। ঘরের মাঠে দর্শক উপস্থিতি তাদের বরাবরই দারুণ। এই ম্যাচ ছাড়িয়ে গেল অতীতের সব রেকর্ড। লিওনেল মেসির দলের বিপক্ষে ফাইনাল বলে কথা! আর্জেন্টাইন জাদুকরের ভক্ত-সমর্থক অনেকেও ছিলেন গ্যালারিতে। তারা শেষ পর্যন্ত হতাশই হলেন। ঘরের দর্শকদের আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে ইন্টার মায়ামিকে স্তব্ধ করে শিরোপা জিতে নিল সিয়াটল সাউন্ডার্স।

ওয়াশিংটন, ১ সেপ্টেম্বরঃ লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সিয়াটল সাউন্ডার্স। ম্যাচ শেষে লুইস সুয়ারেজের কাণ্ডের জের ধরে দুই দলের খেলোয়াড়রা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। সেটি থামতে সময় লাগে অনেকটা। পরে জয়োৎসবে মেতে ওঠেন সাউন্ডার্সের ফুটবলাররা। এই শিরোপা জয়ে অনন্য এক কীর্তি গড়ল ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবটি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্রথম দল হিসেবে উত্তর আমেরিকার সবগুলো ট্রফি জয়ের স্বাদ পেল তারা। এর আগে দুটি এমএলএস কাপ, চারটি ইউ এস ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ ও ২০২২ সালের কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল দলটি। এবারের জয়ে ট্রফি ও প্রাইজমানি ছাড়াও সাউন্ডার্সের প্রাপ্তি ২০২৬ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে সরাসরি শেষ ষোলোতে জায়গা। সিয়াটলের মাঠ লুমেন ফিল্ডে এ দিন দর্শক ছিল ৬৯ হাজার ৩১৪ জন, ফুটবল ম্যাচে যা এই মাঠের রেকর্ড। লিগস কাপের ম্যাচেও এটি রেকর্ড।

সেই দর্শকদের বেশির ভাগকেই উন্মাতাল করে এগিয়ে যায় সাউন্ডার্স। হেসুস ফেরেইরা দারুণভাবে বল বাড়িয়ে দেন ডান প্রান্তে পল রথরককে। তার মাপা ক্রসে কাছ থেকে হেডে গোল করেন ওসাজে দে রোজারিও। ৮৩ মিনিট পর্যন্ত গোল ছিল সেই একটিই। মায়ামির ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনাও জিইয়ে ছিল। কিন্তু ৮৪তম মিনিটে অ্যালেক্স রোল্ডানের পেনাল্টি গোল ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয় অনেকটাই। ৮৯ মিনিটে মায়ামির আশার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয় রথরকের দারুণ ফিনিশিংয়ের গোল। প্রথমার্ধে খুব সুবিধে করতে না পারা মায়ামি দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায়। কিন্তু গোলমুখে সবাই ছিলেন অকার্যকর। গোলে ১০টি শট নিয়েও তারা লক্ষ্যে রাখতে পারেনি একটিও! সাউন্ডার্স গোলকিপারকে তাই কোনো পরীক্ষাই দিতে হয়নি। ৫০তম মিনিটে অবিশ্বাস্যভাবে কাছ

থেকে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল পাঠিয়ে দেন মেসি। এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে খুব একটা দেখা যায় না তাকে। ১০ মিনিট পর অবশ্য আরও সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তাদেও আইয়েন্দে। বাজেভাবে বল বাইরে মারেন তিনি। ম্যাচের ৬৮ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রেখেও তাই আদতে কোনো লাভ হয়নি মায়ামির। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য হ্যান্ডবল থেকে পেনাল্টির একটি জোর দাবি তারা জানিয়েছিল। তাতে কান দেননি রেফারি। অন্যদিকে, সাউন্ডার্স ৩২ শতাংশ সময় বল রেখেই তিনটি গোল করা ছাড়াও আরও চার দফায় শট রাখে লক্ষ্যে। মায়ামিকে রক্ষা করেন গোলকিপার অস্কার উস্তারি। শেষ বাঁশি বাজার পর উল্লাসে মেতে ওঠা সাউন্ডার্সের মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাসের দিকে তেড়ে যান সুয়ারেজ। সেটির সূত্র ধরে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যায়। একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, সাউন্ডার্সের কোচিং স্টাফদের একজনের দিকে থুথু ছুড়ে দেন সুয়ারেজ। দুই দলের অনেকের মধ্যেই বাজেভাবে ছড়িয়ে পড়ে হাতাহাতি। যেটি চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। পরে ট্রফি নিয়ে উল্লাস করে সাউন্ডার্স। ২০২৩ সালে এই ট্রফি জিতেছিলেন মেসিরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com